পূর্বাঞ্চল
১৬ জুন ১৯৯২

পরলোকে নন্দিত শিল্পী সাধন সরকার

১৬ জুন, ৯২'

চির নিদ্রায় শায়িত প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী সাধন সরকার।—পূর্বাঞ্চল।

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

খুলনা তথা বাংলাদেশের সঙ্গীত ভুবনের স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব প্রখ্যত সঙ্গীতজ্ঞ, সুরকার সাধন সরকার আর নেই। দীর্ঘকাল গুরুতর রোগ ভোগের পর ৬০ বছর বয়সে গতকাল ভোর ৫টা ২০ মিনিটে ঢাকার একটি নার্সিং হোমে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, তিনপুত্র ও এক কন্যা রেখে গেছেন। তাঁর মৃত্যুতে খুলনার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে এক শোকের ছায়া নামে। তার মরদেহ গতকাল সন্ধ্যায় মীর্জাপুর রোডস্থ নিজস্ব বাসভবনে নিয়ে আসা হয়। তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে শত শত মানুষ তার বাড়ির সামনে এসে হাজির হন এবং শোক বইতে স্বাক্ষর করে শোক জ্ঞাপন করেন।

শিল্পী সাধন সরকারের দু'টি কিডনীই অকেজো হয়ে গিয়েছিল। মৃত্যুর কয়দিন আগে থেকেই তার কিডনী ফাংশনিং বন্ধ ছিল। হেমোডায়ালিসিসের মাধ্যমে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা চলছিল। সেই অবস্থাতেই তিনি মারা গেলেন। সাধন সরকার চিকিৎসা সহায়ক পরিষদ শিল্পীকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য দেশে এবং বিদেশে সম্ভাব্য চিকিৎসার সব রকম ব্যবস্থাই করতে সক্ষম হয়।

খুলনাতে রেখে শিল্পীকে আর চিকিৎসা প্রদান সম্ভব হচ্ছিলনা। জাতীয় রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্মিলন পরিষদ, খুলনা শাখার উদ্যোগে এবং গণ সাহায্য সংস্থার সহায়তায় জরুরী ভিত্তিতে তাকে চিকিৎসার্থে ঢাকায় পাঠানো হয় গত বছরের জুনে। এরপর দেখা দেয় অর্থ সংগ্রহের। খুলনার বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও জনকল্যাণমূলক সংগঠন ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে এক সভায় শিল্পী সাধন সরকার চিকিৎসা সহায়ক পরিষদ গঠিত হয়। এর আহবায়ক ছিলেন এ্যাডঃ ময়ীন উদ্-দীন আহমেদ এবং কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ। সহায়ক পরিষদের পক্ষ থেকে তাঁর কিডনী সংযোজনের জন্য মাদ্রাজের ভেলোর হাসপাতালে পাঠানো হয়। মাসাধিক কাল পর বাড়িতে নিয়ে আসা হয় এবং ঢাকায় পাঠানো হয়। হেমো ডায়ালেসিসের মাধ্যমে তার কিডনী কার্যকর রাখার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু হঠাৎ করে ডায়ালেসিস প্লান্টটি বিকল হয়ে যায়। এর পর ২০শে মে ঢাকায় পাঠিয়ে একটি নার্সিং হোমে চিকিৎসাধীন রাখা হয়। চিকিৎসা সহায়তা পরিষদ এপর্যন্ত ১লাখ ৭০ হাজার দু'শ'টাকা ব্যয় করেছে।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় →

শেষাবধি আলোছায়াময় পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে শিল্পী পাড়ি দিলেন পরপারে। সাধন সরকারের সঙ্গীত শিক্ষা শুরু ১৯৪৮ সালে সঙ্গীত গুরু কিশোরী মোহন বন্দোপাধ্যায়ের কাছে। এরপর মুন্সী রইস উদ্দীন এবং কালিদাস চট্টপাধ্যায়ের নিকট গান শেখেন। সাধন সরকারের সঙ্গীত শিক্ষার ভিত্তি ছিল শাস্ত্রীয় সঙ্গীত। ১৯৭০ সালে আজিজ খান তাকে প্রথম সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। '৮৩ সালে কবিতালাপ গোষ্ঠী সংবর্ধনা দেয়। '৮৪ সালে পৌরসভার শতবর্ষ পুর্তীতে সঙ্গীতে অবদানের জন্য তাকে পুরস্কৃত করা হয়। ১৯৮৯ সালে চারনিক শিল্পী গোষ্ঠী সংবর্ধনা দেয়। '৯০ সালে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, খুলনার পক্ষ থেকে তাকে একুশে পদক দেয়া হয়। এবছর রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্মিলন পরিষদ তাকে সংবর্ধনাজ্ঞাপনকরে।

প্রহিতযশা এই শিল্পীর মৃত্যুতে বহু সংগঠন, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি শোক প্রকাশ করেছেন। শিল্পীর প্রতি গভীর শোক প্রকাশ এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে যারা বিবৃতি দিয়েছে তারা হলেন, খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র শেখ তৈয়েবুর রহমান, আওয়ামীলীগ জেলা শাখার সভাপতি সংসদ সদস্য শেখ হারুনুর রশীদ, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এ্যাডঃ শেখ মোঃ নূরুল হক, সাধারণ সম্পাদক সংসদ সদস্য এস, এম মোস্তফা রশিদী সুজা, মহানগর আওয়ামীলীগ সভাপতি এ্যাডঃ মঞ্জুরুল ইমাম ও সাধারণ সম্পাদক ও সংসদ সদস্য তালুকদার আবদুল খালেক, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির খুলনা শহর কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রুস্তম আলী হাওলাদার, সাধারণ সম্পাদক অসীম আনন্দ দাস, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির নেতৃবৃন্দ, জাসদ, জাতীয় শ্রমিক জোট বাংলাদেশ, জাতীয় কৃষক লীগ ও বাংলাদেশ ছাত্র লীগ খুলনা জেলা ও শহর শাখার নেতৃবৃন্দ, জাতীয় রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্মিলন পরিষদের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও খুলনা শিশু ফাউন্ডেশনের মহাসচিব এ্যাডঃ ময়ীন উদ-দীন আহমেদ, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট খুলনার সভাপতি ডাঃ মহবুবর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মিনা মিজানুর রহমান, গণশিল্পী সংস্থার ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ বালা, কাজী ওয়াহিদুজ্জামান, রনজিৎ দত্ত, অধ্যাপক অচিন্ত কুমার ভৌমিক, মনোজ চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক সুশান্ত সরকার, অজন্তা হালদার ও নার্গিস আশোক, খুলনা একাডেমীর শেখ মোতাহার হোসেন, সরদার সুলতান আহমেদ, উদীচী শিল্পী গোষ্ঠীর জেলা সংসদ নেতৃবৃন্দ, খুলনা বেতার সঙ্গীত শিল্পী সংস্থার সভাপতি সাধন ঘোষ ও সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান সাঈদ, রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্মিলন পরিষদের সহ-সভাপতি মুহম্মদ আজিজ হাসান, চিকিৎসা সহায়ক পরিষদ নেতৃবৃন্দ, সুজলা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সভাপতি শেখ আবদুস সালাম ও সাধারণ সম্পাদক মোকলেসুর রহমান বাবলু, খুলনা সাংস্কৃতিক ঐক্য পরিষদের সভাপতি মোঃ দেলোয়ার হোসেন ও সাধারণ সম্পাদল এনামুল হক মিলু, নান্দীক একাডেমীর সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান বাদশা, অগ্রণী ব্যাংক আবদুল কাদের, সাধারণ সম্পাদক এ,কে, এম নজরুল ইসলাম, মহাকাল সাহিত্য সংগঠনের কার্যকরী সভাপতি অরুণ সাহা ও সাধারণ সম্পাদক আইফার রাহমান, খুলনা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি আইয়ুব হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক এ, কে, হিরু, কুজন শিল্পী ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী নেতৃবৃন্দ, জাতীয় কবিতা পরিষদের নেতৃবৃন্দ, শিক্ষক সমিতি খুলনা সুন্দরবন আদর্শ মহাবিদ্যালয় সম্পাদক খান সাহাবদ্দিন, রেডিও এ্যানাউন্সারস ক্লাব (র‍্যাংক) খুলনার সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম, 'ধারা'র সাধারণ সম্পাদক, খুলনা আবাহনী ক্রীড়াচক্রের সভাপতি মোস্তফা রশিদী সুজা এমপি ও সাধারণ সম্পাদক আজমল আহমেদ তপন, সুর ঝংকার সঙ্গীতালয়ের সম্পাদক হেমন্ত সরকার, সুজন আজাদ ও রবীন দেবনাথ। নেতৃবৃন্দ বিবৃতিতে বলেছেন, খুলনার মানুষ এক গুণী শিল্পীকে হারালো। যে ক্ষতি অপূরণীয়।

শেষ

পূর্বাঞ্চল ১৬ জুন ১৯৯২

সাধন সরকারের মৃত্যুতে খুলনা বেতারে শোক সভা

বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী সাধন সরকারের মৃত্যুতে গতকাল রেডিও বাংলাদেশ খুলনা কেন্দ্রের সর্বস্তরের আধিকারিক, কর্মচারী, নিজস্ব শিল্পীরা এক শোক সভার আয়োজন করে। কেন্দ্রের আঞ্চলিক পরিচালক আহমদ উজ-জামান এতে সভাপতিত্বকরেন।

বক্তব্য রাখেন উপ আঞ্চলিক পরিচালক আবুল হায়াত মোহাম্মদ কামাল, অনুষ্ঠান সংগঠক কামরুজ্জামান বাদশা, সংগীত প্রযোজক শেখ আলী আহমেদ, আব্দুস সবুর খান চৌধুরী, সংগীত শিল্পী মোশারফ হোসেন প্রমুখ।

জেলা শিল্পকলা একাডেমী আয়োজিত অনুরূপ শোক সভায় জেলা কালচারাল অফিসার শেখ আরিফুর রহমান বক্তৃতা করেন।

সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট খুলনা শাখা শিল্পী সাধন সরকারের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আজ মংগলবার সন্ধ্যা ৭টায় উমেশচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরীতে শোক সভার আয়োজন করেছে।

ইত্তেফাক ১৬ জুন ১৯৯২

খুলনার বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী ও সুরকার সাধন সরকার (৬৪) গতকাল সোমবার ঢাকার একটি নার্সিং হোমে মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। তিনি কিডনী রোগে ভুগিতেছিলেন। ঢাকা হইতে তাহার মরদেহ গত সন্ধ্যায় খুলনার শিল্পকলা একাডেমী প্রাঙ্গণে আসিয়া পৌঁছিলে নগরীর শত শত ভক্ত ও গুণগ্রাহী, ছাত্র-ছাত্রী ও বিশিষ্ট ব্যক্তি সেখানে যাইয়া তাহাকে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি স্ত্রী, ৩ ছেলে ও ১ মেয়ে রাখিয়া গিয়াছেন। রাত্রে তাহার মরদেহ রূপসা শ্মশানে দাহ করা হয়।

সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের ডাঃ মাহবুবর রহমান ও মিনা মিজানুর রহমান, আওয়ামী লীগের শেখ হারুনর রশীদ এম,পি ও মোস্তফা রশীদ সুজা এবং খুলনা সাংবাদিক ইউনিয়নের আইয়ুব হোসেন ও এ, কে, হিরু তাহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়াছেন।

দৈনিক প্রবাহ

১৬ জুন ১৯৯২

সাধন সরকার আর নেই

।। স্টাফ রিপোর্টার ।। গতকাল ভোরে রেডিও বাংলাদেশের খবরে বলা হয় সুর সাধক সাধন সরকার আর নেই। ইথারে ভেসে আসে তার মৃত্যুর খবর। তার মৃত্যুর খবর পৌছানোর সাথে সাথে খুলনার সাংস্কৃতিক অঙ্গনে শোকের ছায়া নেমে আসে। দীর্ঘদিন রোগ ভোগের পর দারিদ্রকে সঙ্গী করে শিল্পীর মূল্যহীন অহংবোধ নিয়ে বেঁচে থাকা সাধন সরকার গতকাল ঢাকার একটি ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর।

খুলনার সাংস্কৃতিক অঙ্গনের 'গুরু মশাই' সাধন সরকার বাংলা ১৩৩৫ সালের পৌষমাসে কোন এক রবিবারে খুলনায় জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মৃত- কেশব চন্দ্র দে' মাতা মৃতা- সুখদা সুন্দরী দে। মাত্র ৯ বছর বয়সে পিতৃহারা হয়ে নিদারুণ আর্থিক সংকটের পতিত হন তিনি। সঙ্গীতে তার প্রথম শিক্ষক তার মা। ১৯৪৭ সালে ওস্তাদ রইসউদ্দীনের কাছে কণ্ঠ সঙ্গীত শিক্ষা শুরু করেন। তিনি ১৯৫০ সালে অগ্রণী শিল্পী সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন এবং গানে সুর দেওয়া শুরু করেন। ১৯৬৩ সালে নাজিম মাহমুদের প্রচেষ্টায় খুলনায় গড়ে ওঠা সন্দীপন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা হয়। এখানে তিনি নাজিম মাহমুদ, হাসান আজিজুল হক, আবুবকর সিদ্দিকী, খালেদ রশিদ প্রমুখদের গানে সুর দিতেন। একুশের গান, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গানসহ প্রায় দু'হাজার গানে সাধক সরকার সুর করেছেন। সঙ্গীতে বিশেষ অবদান রাখায় তাকে ১৯৮৪ সালে খুলনা পৌরসভার শতবর্ষ পুর্তি পুরস্কার, ১৯৯০ সালে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট খুলনার একুশে পদক এবং চলতি বছর শিল্পকলা একাডেমী পুরস্কার প্রদান করা হয়। ১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত ইন্টার ন্যাশনাল সঙ্গীত সম্মেলনে অংশ নিয়ে খুলনার দল হিসেবে সাধন সরকারের দল দ্বিতীয় পুরস্কার পান। এছাড়া তাকে ১৯৭০ সাল থেকে এ পর্যন্ত বহু সংগঠন সংবর্ধনা প্রদান করেছে।

তার এই মৃত্যুতে বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠন শোক প্রকাশ ও বিদেহী আত্মার শান্তি জানিয়ে শোক সভায় মিলিত হন।

রেডিও বাংলাদেশ খুলনা

প্রয়াত শিল্পীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গতকাল এ কেন্দ্রের কর্মচারী ও শিল্পীরা এক শোক সভায় মিলিত হন। খুলনা আঞ্চলিক কেন্দ্রের পরিচালক আহমদ-উজ-জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শোক সভায় বক্তৃতা করেন খুলনা কেন্দ্রের উপ-আঞ্চলিক পরিচালক আবুল হায়াত মোহাম্মদ কামাল, কামরুজ্জামান বাদশা, শেখ আলী আহমেদ, আব্দুস সবুর খান চৌধুরী ও মোশাররফ হোসেন। শিল্পীর স্মৃতির প্রতি সন্ধ্যা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করে।

জেলা শিল্পকলা একাডেমী

খুলনা জেলা শিল্পকলা একাডেমীর সংগীত বিভাগের উচ্চাঙ্গ কণ্ঠ সঙ্গীত প্রশিক্ষক সাধন সরকারের মৃত্যুতে একাডেমীর ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ গতকাল সন্ধ্যা ৬ টায় একাডেমী মিলনায়তনে জেলা কালচারাল অফিসার শেখ আবিদুর রহমানের সভাপতিত্বে এক শোক সভায় মিলিত হয়। সভায় শিল্পীর আত্মার শান্তি কামনা করে এক মিনিট নীরবতা পালন করে।

সুর ঝংকার সঙ্গীতালয়

গতকাল বিকেল ৫টায় শিল্পী সাধন সরকারের মৃত্যুতে সঙ্গীতালয়ের মিলনায়তনে দীপক কুমার কুন্ডুর সভাপতিত্বে এক শোক সভায় মিলিত হন। আলোচনা করেন হেমন্ত সরকার, সুজন আছাদ ও রবীন দেবনাথ।

এছাড়া বিবৃতি দিয়েছেন খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র শেখ তৈয়েবুর রহমান, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি ডাঃ মহবুবর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক মিনা মিজানুর রহমান, গণশিল্পী সংস্থার ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ বালা, কাজী ওয়াহিদুজ্জামান, রণজিৎ দত্ত, অধ্যাপক অচিন্ত কুমার ভৌমিক, মনোজ চট্টপোধ্যায় নান্টু, নার্গিস আশোক, আজন্তা হালদার ও অধ্যাপক সুশান্ত সরকার, খুলনা একাডেমীর সভাপতি শেখ মোতাহার হেসেন ও সাধারণ সম্পাদক সরদার সুলতান মাহমুদ, অগ্রনী ব্যাংক কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি মজুমদার আব্দুল কাদের ও সাধারণ সম্পাদক এ, কে, এম, নজরুল ইসলাম, উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী খুলনা জেলা সংসদ, শহীদ আলতাফ মাহমুদ সংগীত ভবন খুলনা, কুজন শিল্প ও সাংস্কৃতি গোষ্ঠী খুলনা, জাতীয় কবিতা পরিষদ খুলনা বেতার সংগীত শিল্পী সংস্থার সভাপতি অধ্যাপক সাধন ঘোষ ও সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান সাঈদ, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি খুলনা জেলা শাখা, জাসদের (ইনু) জেলা কমিটি , খুলনা শিশু ফাউন্ডেশনের প্রশাসনিক কর্মকর্তা মোকলেসুর রহমান, সুজন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, খুলনা আবাহনী ক্রীড়া চক্র, ছাত্রলীগের (ম-ই) খুলনা জেলা শাখার সভাপতি রফিকুর রহমান রিপন, সাধারণ সম্পাদক শহীদুল হক মিন্টু , মহানগরী শাখার সভাপতি জামাল উদ্দীন বাচ্চু, সাধারণ সম্পাদক আশরাফ হোসেন। ধারা ও রেডিও এ্যানাউন্সারস ক্লাব র‍্যাংক। এদিকে প্রয়াত শিল্পী সাধন সরকারের স্মরণে আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টায় স্থানীয় উমেশ চন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরী মিলনাতনে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট খুলনার উদ্যোগে এক শোক সভা অনুষ্ঠিত হবে। ।। খবরঃ বিজ্ঞপ্তির

দৈনিক তথ্য

১৬ জুন ১৯৯২

শিল্পী সাধন সরকার চির বিদায় গ্রহণ করেছেন

মাহমুদ আলম খান

দুঃসংবাদটি দিলেন রেডিও থেকে আর এক সংগীত শিল্পী সমশের আলী বিশ্বাস। এক শিল্পীর মৃত্যুর সংবাদ। শিল্পী সাধন সরকার গত সোমবার ঢাকার পিজি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

সাধন সরকারের এই মৃত্যু আমাদের কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল না। বরং সবাই প্রহর গুণছিলেন। তাঁকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল কৃত্রিম উপায়ে। এই কৃত্রিম পদ্ধতিরও একটা সীমা ছিল। সেই সীমা অতিক্রম করার পরই তার দেহ প্রাণহীন হয়ে যায়। আমরা স্বাভাবিকভাবে সাধন সরকারের মৃত্যুকে গ্রহণ করেছি। কিন্তু ব্যথাতুর মন সে কথা মানতে চাইছে না। এক বিরাট শূণ্যতায় মন ব্যথা-বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছে।

না, ব্যথার কথা লিখব না। এই নিবন্ধে সাধন সরকার সম্পর্কে একজন বিখ্যাত ব্যক্তির মতের কথা এবং খুলনার মানুষের এবং শিল্পীর ছাত্র-ছাত্রীদের বিশাল অবদানের কিছু বিষয় উল্লেখ করব। একটিতে শিল্পীর পরিচয় এবং অপরটিতে এক মহৎ শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধার উজ্জ্বল নিদর্শনের কিছু কথা বলব।

প্রথমটি ১৯৭৫ সালের কথা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতম সহচর শৈলজারঞ্জন মজুমদার মে মাসে এসেছিলেনে বাংলাদেশে। তার জন্ম স্থান বাংলাদেশের টাঙ্গাইল জেলায়। খুলনার একজন সংস্কৃতিসেবী মমিনুল ইসলাম বাচ্চু প্রায় একক প্রচেষ্টায় শৈলজা বাবুকে খুলনা এনেছিলেন।

শৈলজা বাবু এবং মমিনুল ইসলাম বাচ্চু আমাদের মাঝে নেই। শৈলজারঞ্জন মজুমদারকে নতুন করে পরিচয় করে দেবার প্রয়োজন নেই। রবীন্দ্র সঙ্গীতের অধিকাংশ স্বরলিপি তিনি তৈরী করেন। রবীন্দ্র সংগীতের এই বিশারদ খুলনায় আসার পর খুলনার রবীন্দ্র সংগীত শিল্পীদের ভীড় স্বাভাবিকভাবেই হয়েছিল। বহু শিল্পীর গান তিনি শুনেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কিছু শিল্পীকে তিনি প্রশিক্ষণ দেবেন। প্রায় দুই সপ্তাহ শৈলজা বাবু খুলনায় অবস্থান করেছিলেন।

শিল্পী সাধন সরকার দীর্ঘদিন রবীন্দ্র সংগীত চর্চা করেন এবং তার ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাও তখন ছিল অনেক। শিক্ষক হিসাবে নয় একজন সংগীত শিল্পী হিসাবে ঐ প্রশিক্ষণে তিনি অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন ৭ দিন। তারপর খুলনা ক্লাবে একটা সমাপনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তার সমাপ্তি ঘটে।

আমি তখন দৈনিক জনপদ পত্রিকার সঙ্গে জড়িত। সাংবাদিকতার অনুসন্ধিৎসা এবং আমার মেয়ের সংগীত চর্চার প্রয়োজনে শৈলজা বাবুর খুলনা আগমনের দিন থেকে শুরু করে বিদায় জানানো পর্যন্ত প্রায় সর্বসময়ই প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান ও আলোচনার মধ্যে জড়িত ছিলাম। মোট ১১ জন প্রশিক্ষণে স্থান পেয়েছিলেন। তাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন সাধন সরকার এবং কনিষ্ঠা ছিলেন ফারহানা ইয়াসমিন লিজা। লিজার বয়স তখন মাত্র ১১ বছর। লিজা আমার তৃতীয়া কন্যা।

প্রকাশ্য অনুষ্ঠানটি করেছিলেন বর্ষার উপর। জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে। শতাধিক শিল্পীর ভেতর থেকে এগারজনকে বেছে নিয়েছিলেন রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী হিসাবে। এসব কথা প্রাসঙ্গিক হলেও বিস্তারিতভাবে বলছি না। তবে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তৎকালীন পৌরসভার চেয়ারম্যান গাজী শহীদুল্লাহর পৌরসভার হাজী মহসিন রোডের বাড়ীতে এই প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান হয়েছিল।

সাংবাদিক হিসাবে অনুষ্ঠান শেষে এখানকার রবীন্দ্র সংগীত শিল্পীদের সম্পর্কে, রবীন্দ্র সংগীত সম্পর্কে অনেক আলাপ করেছিলাম শৈলজা বাবুর সঙ্গে। পঁচাত্তরের ১৫ আগষ্টের পর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আমার প্রণীত বিস্তারিত প্রতিবেদন আর সংবাদপত্রে পাঠানো হয়নি। তাছাড়া সংবাদপত্রও তখন ছিল বন্ধ।

আমি শিল্পীদের এবং রবীন্দ্র সংগীতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাকে যে প্রশ্ন করেছিলাম, জবাবে তিনি কলিম শরাফির নাম উল্লেখ করেছিলেন। কলিম শরাফির মৃত্যুর পরই তিনি সম্ভবতঃ বাংলাদেশে এসেছিলেন এবং কলিম শরাফির স্ত্রীকে সঙ্গে করে খুলনায় এসেছিলেন।

শিল্পী সাধন সরকার সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, 'তোমাদের সৌভাগ্য যে খুলনা রবীন্দ্র সংগীতের এক অনন্য শিল্পীকে পেয়েছে'। লিজাকে তিনি সাধন সরকারের হাতে সংগীত শিক্ষার জন্য দিতে বলেছিলেন। আমি শৈলজা বাবুর আদেশ পালন করেছিলাম।

রবীন্দ্র সংগীতের এই অনন্য শিল্পী সাধন সরকার আমাদের মাঝে আর কোন দিন ফিরে আসবেন না। আমার মত অনেকেরই বিশ্বাস বিশুদ্ধভাবে রবীন্দ্র সংগীত চর্চার একটি পর্যায়ের অবসান ঘটবে খুলনা শহরে। এই শূণ্যতা পূরণ

পরবর্তী পৃষ্ঠায় →

করতে হবে তারই হাতে গড়া রবীন্দ্র সংগীত শিল্পীদেরকে। শিল্পী সাধন সরকারের কাছে সংগীত শিক্ষা লাভ করেছেন অনেকে। শুধু রবীন্দ্র সংগীতই নয় প্রায় সব সংগীতই এবং যন্ত্রসংগীত শিক্ষা দিয়েছেন সাধন সরকার। নিজেও সাধনা করেছেন শেষ জীবন পর্যন্ত। এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে এখানে চাচ্ছি না।

শিল্পী সাধন সরকার অসুস্থ হয়ে পড়লে তার চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল অর্থের। খুলনার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন একত্রিত হয়ে গঠন করেছিলেন শিল্পী সাধন সরকারের চিকিৎসা সহায়ক পরিষদ। সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলি এবং তার ছাত্র-ছাত্রী ও গুণমুগ্ধ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা যোগ দিয়েছিলেন চিকিৎসা সহায়ক পরিষদে। এক অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন শিল্পীর প্রতি দরদী সাংস্কৃতিক কর্মীরা। তাদের উদ্যাগে উঠেছিল প্রায় ১ লক্ষ সত্তর হাজার টাকা। এই অর্থ দিয়েই তার চিকিৎসার সর্বোচ্চ ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে আই এফ আই সি ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ পালন কনেন এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। আরও অনেকেই শিল্পীকে বাঁচানো বা বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন। শিল্পীর চিকিৎসার জন্য ভারতের ভেলোরে সংবাদ পাঠানো হয়েছিল। জবাব এসেছিল ঐ আই এফ আই সি ব্যাংকের টেলেক্সে। তারা শিল্পীর কিডনী পরিবর্তনে রাজী হয়েছিলেন।

কিন্তু পষিদের সভায় প্রাথমিক মতামতের জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছিল শিল্পীকে। ঢাকার এবং পরবর্তীকালে কোলকাতার ভারতীয় শ্রেষ্ঠ কিডনী বিশেষজ্ঞগণ শিল্পীর কিডনী সংযোজনের ব্যাপারে একমত হতে পারেননি। ফলে সুস্থ্য জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য কোন চিকিৎসাই তার জন্য আর ছিল না। একটি মাত্র পথের চিকিৎসা ব্যবস্থা ছিল তার জীবনকে কিছুটা দীর্ঘয়িত করা। সেই চেষ্টা করেছিলেন শিল্পী সাধন সরকার চিকিৎসা সহায়ক পরিষদ মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত।

এই প্রসঙ্গে আরও দুই ব্যক্তির অবদানের কথা বিশেষভাবে বলা প্রয়োজন। তাদেরও একজন আমাদের মধ্যে নেই। তিনি আলহাজ্ব শেখ আশরাফ আলী। একই রোগে আক্রান্ত হয়ে জীবনকে দীর্ঘায়িত করার জন্য খুলনায় প্রথম হেমোডায়ালাইসিসের চিকিৎসা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নিজের জন্য। মরহুম আলহাজ্ব শেখ আশরাফ আলীর জন্য যে সমস্ত হেমোডায়ালাইসিস উপকরণ আনা হত তা দিয়ে প্রায় বিনামূল্যে মরহুম আলহাজ্ব শেখ আশরাফ আলী শিল্পী সাধন সরকার এবং কুষ্টিয়ার অন্য আর এক রোগীকে হেমোডায়ালাইসিস করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

আলহাজ্ব শেখ আশরাফ আলী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ব্যাংককে। শিল্পী সাধন সরকার মৃত্যুবরণ করলেন ঢাকার পিজি হাসপাতালে। একজন শিল্পী দরদী মহৎ ব্যক্তি অন্যজন এক অনন্য সংগীত সাধক। বিশুদ্ধ রবীন্দ্র সংগীতের এক শিক্ষক।

এই প্রসঙ্গে আর একজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করি। তিনি হচ্ছেন গণসাহায্য সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ডঃ মাহমুদ হাসান। শিল্পী সাধন সরকার গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে খুলনার চিকিৎসকগণ তাকে অবিলম্বে ঢাকায় পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে পাঠানোর মত অর্থ ছিল না। পরিষদও তখন গঠন করা হয়নি। এই আর্থিক দায়িত্ব নিয়েছিলেন ডঃ মাহমুদ হাসান। তারই আশ্রয়ে ছিলেন প্রথম চিকিৎসাকালে এবং মৃত্যুর পূর্বেও এই ডঃ মাহমুদ হাসানই অনেক গুরুভার বহন করেছিলেন।

ডাঃ মহবুবর রহমান ও ডাঃ জ্ঞানেন্দ্র নাথ বালা চিকিৎসক এবং শুভাকাঙ্খী উভয় দায়িত্বই পালন করেছেন। আর সমস্ত তদারকীতে ছিলেন অধ্যাপক আজিজ হাসান, এ্যাডভোকেট মইন উদ-দীন আহমদ সহ আরও অনেকে।

আর লিখব না। লিখছি না অনেকের কথা, যাদের অবদান শিল্পীর চিকিৎসার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। শিল্পী মৃত্যুর পূর্বে প্রথম জাতীয় ভিত্তিতে সম্মানিত হয়েছেন। আরও বেশী সম্মান তার জন্য জাতীয় ভিত্তিতেই প্রাপ্য ছিল। কিন্তু যে দেশে নিজেদের সম্মান পাওয়ার জন্য শিল্পী ও সমাজকর্মীরা অঢেল অর্থ ব্যয় করেন, সেই দেশে এক কপর্দকহীন শিল্পীর সম্মান লাভ সহজসাধ্য নয়।

আর একদিন লিখব আরও কিছু কথা। শেষ করছি একটি প্রত্যাশা নিয়ে। বিশুদ্ধ রবীন্দ্র সংগীত চর্চা খুলনা থেকে যাতে করে বিদায় না নেয় শিল্পীর ছাত্র-ছাত্রীদেরই সেই শূণ্যতা পূরণের জন্য এগিয়ে আসতে হবে শিল্পী সাধন সরকারের আদর্শে। নিজের প্রতিষ্ঠার জন্য নয়, সংগীতের বিকাশ ও শুদ্ধ চর্চার স্বার্থে বিশেষ করে রবীন্দ্র সংগীত চর্চার ক্ষেত্রে।

শেষ

দৈনিক জনবার্তা

১৬ জুন ১৯৯২

সাধন সরকার আর নেই

জনবার্তা প্রতিবেদক।। খুলনায় সাংস্কৃতিক অঙ্গনের দিকপাল সুর সাধক ওস্তাদ সাধন সরকার আর নেই। দীর্ঘ রোগ ভোগের পর গতকাল ভোর সোয়া ৫টায় তিনি ঢাকার একটি ক্লিনিকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

তাঁর মৃত্যুর খবর খুলনা পৌঁছানোর সাথে সাথে শোকের ছায়া নেমে আসে। সন্ধ্যায় মাইক্রোবাস যোগে তাঁর মরদেহ খুলনার বাস ভবনে আনা হলে অসংখ্য গুণগ্রাহী আত্মীয় স্বজন সাংস্কৃতিক কর্মী সহ সুধীজন তাকে শেষ বারের মত দেখার জন্য সেখানে ছুটে আসেন। বিদগ্ধ জনেরা অশ্রু সংবরণ করতে পারেননি।

প্রয়াত সাধন সরকার দীর্ঘ ৪দশক ধরে সুর সাধনার মাধ্যমে নিজেকে গুনী শিল্পী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। একনিষ্ঠ সাধনার মাধ্যমে তিনি খুলনা সহ সারা দেশে সুরকার হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৬৫ বছর। ১৯২৭ সালের দিকে তিনি খুলনা মির্জাপুরে জন্ম গ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থা থেকে তিনি সঙ্গীত চর্চা শুরু করেন। ১৯৪৬ সালে খুলনার বি, কে ইনষ্টিটিউশন থেকে এস, এস, সি পাশ করার পর থেকে সঙ্গীতের প্রতি তিনি আরো ঝুকে পড়েন এবং দু একটি গানে সুরারোপ করতে থাকেন। এভাবে তিনি সাংস্কৃতিক অঙ্গণে পদ চারণা শুরু করেন এবং শেষাবাধ একজন প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীতজ্ঞ ও ওস্তাদ হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন।

মৃত্যুকালে সাধন সরকার স্ত্রী, ৩ পুত্র এক কন্যা আত্মীয় স্বজন ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তাঁর জৌষ্ঠ্য পুত্র সত্যজিৎ সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মাসিষ্ট বিভাগের অধ্যাপক। তিনি বর্তমানে কমনওয়েলস বৃত্তি নিয়ে লন্ডনে বায়োক্যামেষ্ট্রিতে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনের জন্য অধ্যায়নরত রয়েছেন।

১৯৯০ সালের শেষের দিকে সাধন সরকার কিডনী জনীত রোগে আক্রান্ত হন। তাঁকে চিকিৎসার জন্য প্রথমে ঢাকা ও পরে কোলকাতায় নেয়া হয়। কিন্তু তিনি আরোগ্য লাভ করেননি বরং দিন দিন আরো অসুস্থ্য হতে থাকেন। শেষাবাধ তাঁর দুটি কিডনীই অকেজো হয়ে পড়ে। নিরুপায় হয়ে তাঁর পরিবারবর্গ তাকে খুলনায় নিয়ে আসেন। গত মাসের শেষ সপ্তাহে তিনি মারাত্মক অসুস্থ্য হয়ে পড়লে তাঁকে আবার ঢাকায় নেয়া হয়। গত সোমবার ভোরে তিনি রাজধানীর 'মেডিয়া এইট' নামক একটি ক্লিনিকে মৃত্যু বরণ করেন।

সাধন সরকারের মরদেহ গতকাল সন্ধ্যায় তাঁর বাসভবন থেকে প্রথমে ধর্মসভা মন্দিরে নেয়া হয়। পরে শিল্পকলা একাডেমীর সামনে মরদেহ আনা হলে শোকার্ত জনতা প্রয়াত শিল্পীকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে আসেন। মধ্যরাতে রূপসা মহাশ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

সাধন সরকারের মৃত্যুতে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ গভীর শোক প্রকাশ করে শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন। গতকাল খুলনায় তাঁর মরদেহ আনা হলে একটি শোক বইখোলা হয়। সর্বস্তরের জনগণ এতে স্বাক্ষর করেন।

সাধন সরকারের মৃত্যুতে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট আজ সন্ধ্যা ৭টায় স্থানীয় উমেশ চন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরী মিলনায়তনে শোক সভার আয়োজন করেছে।

দৈনিক তথ্য

১৬ জুন ১৯৯২

শেষ শয্যায় সঙ্গীতজ্ঞ শ্রী সাধন সরকার। -তথ্য

শিল্পী সাধন সরকারের মহা প্রয়াণ

তথ্য প্রতিবেদক ঃ বরেণ্য সঙ্গীত শিল্পী, খুলনার সঙ্গীতাঙ্গণের অন্যতম পুরুষ, সর্বজন শ্রদ্ধেয় সাধন সরকার আর নেই। গতকাল সোমবার ভোর ৫টায় ঢাকার একটি ক্লিনিকে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। মৃত্যুর সময় তিনি ৩ ছেলে, ১ মেয়ে ও স্ত্রী রেখে গেছেন।

মহান এ শিল্পীর মৃত্যু সংবাদ খুলনায় এসে পৌঁছুলে সর্ব মহলে শোকের ছায়া নেমে আসে। শিল্পী সাধন সরকার বেশ কিছুদিন যাবৎ দুরারোগ্য অসুখে ভোগার সময় খুলনার জনগণ তাঁর উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণে এগিয়ে আসেন। এ পর্যায়ে তাঁর চিকিৎসা খরচ চালানোর জন্য একটি তহবিল গঠন করা হয়। "শিল্পী সাধন সরকার চিকিৎসা সহায়ক পরিষদ" নামে একটি কমিটি গঠন করা হয় তাঁর সুষ্ঠু চিকিৎসা পরিচালনার জন্য। কমিটির পক্ষ থেকে শিল্পীকে ভারতেও পাঠানো হয়েছিল প্রয়োজনীয় চিকিৎসার জন্য। গত কয়েক মাস যাবৎ তিনি দেশেই চিকিৎসাধীন ছিলেন। দুরারোগ্য বহুমুত্র ও উচ্চ রক্ত চাপ তাঁর দুটি কিডনীই অকেজো করে দিয়েছিল।

শিল্পী সাধন সরকার ১৩৩৫ সালের পৌষ মাসের কোন এক রোববার বৃহত্তর ঢাকার মানিকগঞ্জ জেলার দাসোরা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই তাঁর সঙ্গীতে হাতে খড়ি। মায়ের কাছ থেকেই সাধন সরকারের সঙ্গীত শিক্ষা শুরু হলেও পরবর্তী জীবনে ওস্তাদ রইস উদ্দিন, ওস্তাদ শামসুদ্দিন আহম্মেদ, কালিপদ চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার মিত্র, শৈলজারঞ্জন মজুমদার প্রমুখের নিকট তিনি সঙ্গীতে তালিম নেন। শিল্পী সাধন সরকার অসংখ্য গানে সুরারোপ করা ছাড়াও নিজে একজন সঙ্গীত শিক্ষক হিসেবে প্রচুর শিল্পীকে সঙ্গীতে তালিম দিয়েছেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বেরিকেড বেওনেট বেড়াজাল গানটির সুরকার তিনি। বাংলাদেশে ভাষা আন্দোলনের ওপর সর্বাধিক সংখ্যক গানের সুরকার সাধন সরকার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত শিল্পী সাধন সরকার বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ছিলেন।

প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী সাধন সরকারের মৃত্যুতে অসংখ্য শোকবার্তা এসেছে আমাদের দপ্তরে। রেডিও বাংলাদেশ খুলনা কেন্দ্রে শিল্পীর মৃত্যুতে গতকাল সকালে এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন আঞ্চলিক পরিচালক আহমদ উজ জামান। বক্তব্য রাখেন আবুল হায়াত মোঃ কামাল, কামরুজ্জামান বাদশা, আব্দুস সবুর খান চৌধুরী প্রমুখ। বক্তারা বর্ষিয়ান এ শিল্পীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন। শিল্পী সাধন সরকার স্মরণে আজ রাত সাড়ে দশটায় রেডিও বাংলাদেশ খুলনা কেন্দ্র থেকে বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করা হবে। এছাড়াও যে সকল সংগঠনের পক্ষ থেকে শিল্পী সাধন সরকারের মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপন করা হয়েছে সেগুলো হলো, জেলা শিল্প কলা একাডেমী, সুন্দরবন কলেজ শিক্ষক সমিতি, বেতার সঙ্গীত শিল্পী সংস্থা, সাংস্কৃতিক ও সমাজকল্যাণ সংগঠন ধারা, অগ্রণী ব্যাংক কর্মচারী ইউনিয়ন, ওয়ার্কার্স পার্টি খুলনা জেলা কমিটি, শিল্পী সাধন সরকার চিকিৎসা সহায়ক পরিষদ, জাতীয় রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্মিলন পরিষদ, বাংলাদেশের কডিউনিষ্ট পার্টি খুলনা জেলা শাখা, খুলনা একাডেমী, বাংলাদেশ গণশিল্পী সংস্থা, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট খুলনা, খুলনা শিশু ফাউন্ডেশন, জাসদ (ইনু) খুলনা জেলা কমিটি, সুজলা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, কনজুমার এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, খুলনা আবাহনী ক্রীড়া চক্র, সাহিত্য সংগঠন মহাকাল, বাসদ খুলনা জেলা শাখা, রেডিও এনাউন্সারস ক্লাব র‍্যাংক খুলনা, বাংলাদেশ উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী খুলনা জেলা সংসদ, শহীদ আলতাফ মাহমুদ সঙ্গীত ভবন, জাতীয় কবিতা পরিষদ খুলনা জেলা শাখা, কৃজন শিল্পী ও সাংস্কৃতিব গোষ্ঠী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ খুলনা জেলা ও মহানগরী শাখার নেতৃবৃন্দ।

সাধন সরকারের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন

তথ্য প্রতিবেদক ঃ শিল্পী সাধন সরকারের মরদেহ গতকাল সন্ধ্যায় তাঁর খুলনাস্থ বাস ভবনে এসে পৌঁছুলে এক মর্মস্পর্শী দৃশ্যের অবতারণা করে। শিল্পীর আত্মীয় স্বজন, ছাত্র, সহকর্মী এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের সদস্যরা এ সময় কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। তাৎক্ষণিক ভাবে শিল্পীর বাস ভবনে একটি শোক বই খোলা হয় এবং বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ শোক বইতে স্বাক্ষর করেন। রাত সাড়ে ৮টায় সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের ব্যানারে সাধন সরকারের মরদেহ সহ এক শোক মিছিল ধর্মসভা মন্দির হয়ে খুলনা জেলা শিল্প কলা একাডেমী প্রাঙ্গণে যায়। মিছিলে জোটের শিল্পীরা শোক সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

সাধন সরকারের মরদেহ শিল্পকলা একাডেমীতে এসে পৌঁছুলে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে মরদেহে পুষ্পার্ঘ অর্পন করা হয়। অন্যান্যদের মধ্যে রেডিও বাংলাদেশ খুলনা কেন্দ্রের আঞ্চলিক পরিচালক আহমদ উজ জামান পুষ্পার্ঘ অর্পন করেন।

এখানে তাৎক্ষণিক ভাবে শোক বক্তৃতা করেন সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি ডাঃ মহবুবর রহমান, ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির আহবায়ক এ্যাডঃ আঃ হালিম, লেখক শিবির খুলনা শাখার সভাপতি মিজানুর রহিম, গণশিল্পী সংস্থার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ডাঃ জ্ঞানেন্দ্র নাথ বালা, রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্মিলন পরিষদ খুলনা শাখার সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আজিজ হাসান সহ আরো অনেকে।

শিল্পীর বাসভবনে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, অধ্যাপক অসিত অসিত বরণ ঘোষ, অধ্যাপিকা দীপা ব্যানার্জি, অধ্যাপক সাধন ঘোষ, অধ্যাপক সুশান্ত সরকার, কামরুজ্জামান বাদশা, শিল্পী কালিপদ দাস, ভারতী ঘোষ, কাজী ওয়াহিদুজ্জামান, ডাঃ এ, কিউ জোয়ার্দার, গণ সাহায্য সংস্থার আলাউদ্দিন মোল্লা সহ আরো অনেকে। রাতে রূপসা শশ্মান ঘাটে তাঁর মরদেহ দাহ করা হয়।

সাধন সরকারের মৃত্যুতে সাংস্কৃতিক জোটের শোকসভা আজ

বরেণ্য সঙ্গীত শিল্পী সর্বজন শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ সাধন সরকারের মৃত্যুতে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট খুলনা শাখা, আজ (মঙ্গলবার) সন্ধ্যে ৭ টায় উমেশচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরী মিলনায়তনে শোক সভার আয়োজন করা হয়েছে। প্রয়াত শিল্পীর শুভাকাঙ্খী, ভক্ত, বন্ধুবান্ধব, ছাত্র, সহকর্মী সহ আগ্রহী সকলকে শোক সভায় আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।-খবর বিজ্ঞপ্তির।

আজকের কাগজ
১৬ জুন ১৯৯২

সঙ্গীত শিল্পী সাধন সরকার মারা গেছেন

খুলনার তথা বাংলাদেশের বিশিষ্ট সংগীত গুণী সাধন সরকার গতকাল ভোরে ৪.৪৫ মিনিটে ঢাকার একটি প্রাইভেট ক্লিনিকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে কিডনীজনিত ব্যাধিতে ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিলো ৬৩। সাধন সরকার ছিলেন আজীবন সঙ্গীতে নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তি এবং খুলনার সাংস্কৃতিক অঙ্গণের একজন প্রধান পুরুষ। তিনি বিভিন্ন সময়কার গণআন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। তারই নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিলো খুলনার বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক সংগঠন 'সন্দীপন'। জাতীয় রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্মিলন পরিষদ তাকে এ বছর বিশেষ সম্মান না প্রদান করে এবং বিগত ৯ জুন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি তাকে সংবর্ধনা ও সম্মান না প্রদর্শন করে। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, তিন পুত্র, এক কন্যা ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। খবর বিজ্ঞপ্তি।

আজকের কাগজ
১৬ জুন ১৯৯২
২৯ জুন ১৯৯২

সাধন সরকারের মৃত্যুতে বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের শোক

বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতকি জোটের কেন্দীয় নেতারা চলচ্চিত্রকার আলমগীর কুমকুম, অধ্যাপিকা নাজমা রহমান, এম আর আখতার মুকুল, ডঃ ইনামুল হক, ডঃ সোলায়মান খান, ডাঃ সামন্ত লাল সেন, কবি রফিক আজাদ, সাংবাদিক আলতাফ মাহমুদ, আশরাফ উদ্দিন চুন্নু, বাদল রায়, ত্রিবিদ দস্তিদার, আসাদুজ্জামান নূর, করবী সারোয়ার, তারানা হালিম, আলী যাকের, রামেন্দু মজুমদার, ফেরদৌসী মজুমদার, মাহাবুব খান, জামাল, উদ্দিন হোসেন, খায়রুল আলম সবুজ, ফরিদ আলী, খালেদ, শংকর সাওজাল, কাজী খুরশিদুজ্জামান উৎপল, লাকী ইনাম, ফাল্গুনী হামিদ, সারা যাকের, রওশানা হোসেন, কৃষ্টি হেফাজ, লিয়াকত আলী লাকী, গোলাম মোস্তফা, শিরিন বকুল, চলচ্চিত্রকার কবির আনোয়ার, সামসুল হক সিরাজী, রায়হান মুজিব, অরুণ সরকার রানা, জেবুন্নেছা আক্তার মুন্নি, চিত্রনায়িকা নূতন, দিলারা ইয়াসমিন, চিত্রনায়ক ফারুক, জসিম, মান্না, সোহেল চৌধুরী, আদিল, আওলাদ হোসেন রুহুল, দিলীপ দাস গুপ্ত, নুরশাত ইয়াসমিন টিসা, শ্রীদাম পোদ্দার, এম আকরাম মুকুল, শংকর ঘোষ।

বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী সাধন সরকারের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং শোকাহত পরিবারবর্গের প্রতি শোক ও সমবেদনা জ্ঞাপণ করেছেন। খবর বিজ্ঞপ্তি।

ভোরের কাগজ
১৬ জুন ১৯৯২

সাধন সরকার আর নেই

কাগজ প্রতিবেদক ঃ খুলনার তথা বাংলাদেশের বিশিষ্ট সঙ্গীতগুণী সাধন সরকার গতকাল ভোর পৌনে পাঁচটায় ঢাকার একটি প্রাইভেট ক্লিনিকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে কিডনিজনিত ব্যাধিতে ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো ৬৩ বছর। সাধন সরকার ছিলেন আজীবন সঙ্গীতে নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তি এবং খুলনার সাংস্কৃতিক অঙ্গনের একজন প্রধান পুরুষ। তিনি বিভিন্ন সময়কার গণআন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। তাঁরই নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিলো খুলনার বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক সংগঠন 'সন্দীপন'। জাতীয় রবীন্দ্রসংগীত সম্মিলন পরিষদ তাঁকে এ বছর বিশেষ সম্মাননা প্রদান করে এবং বিগত ৯ জুন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি তাঁকে সংবর্ধনা ও সম্মাননা প্রদর্শন করে। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, তিন পুত্র, এক কন্যা ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

ছবি →
তথ্য

শবযাত্রায় নগরীর সংস্কৃতিসেবীদের ভীড়। —তথ্য

গ্রাম
১৮ জুন ১৯৯২

বাংলার বাণী

১৭ জুন ১৯৯২

সাধন সরকারের অকাল মৃত্যুতে বিভিন্ন মহলের শোক জ্ঞাপন

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

দেশের প্রখ্যাত সঙ্গীত সাধক সাধন সরকারের অকাল মৃত্যুতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন পৃথক পৃথক শোকবার্তায় তার বিদেহী আত্মার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছে।

বাংলাদেশ বেতার টেলিভিশন শিল্পী সংসদ বলেছে, শুদ্ধ সঙ্গীত চর্চায় নিবেদিতপ্রাণ এই মহান শিল্পীর অনুপস্থিতি ধ্রুপদী সঙ্গীত ও রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে অপূরণীয় শূন্যতা সৃষ্টি করবে।

জাতীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মিলন পরিষদের কর্মীবৃন্দ বলেছেন, প্রখ্যাত সাধন সরকারের সারাজীবন ব্যয়িত হয়েছে শুদ্ধ সঙ্গীতের চর্চায়। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তার নিষ্ঠা ও দক্ষতা ছিল প্রশ্নাতীত।

দেশের প্রখ্যাত সঙ্গীত সাধক সাধন সরকারের মৃত্যুতে ঋষিজ শিল্পীগোষ্ঠী গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে শোকসভার আয়োজন করে। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি গণশিল্পী ফকির আলমগীর। সভায় প্রয়াত শিল্পীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়।

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম দেশের প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ সাধন সরকারের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

এক শোকবাণীতে তিনি বলেন, জাতীয় সংস্কৃতিতে সাধন সরকারের বিশিষ্ট অবদান জাতি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করবে। অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম বলেন, তাঁর মৃত্যুতে সঙ্গীত জগতের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হল।

প্রতিমন্ত্রী সাধন সরকারের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান এবং তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন।

দৈনিক সংগ্রাম
১৮ জুন ১৯৯২

সাধন সরকারের মৃত্যুতে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রীর শোক

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম দেশের প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ সাধন সরকারের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশকরেছেন।

এক শোক বাণীতে তিনি বলেন, জাতীয় সংস্কৃতিতে সাধন সরকারের বিশিষ্ট অবদান জাতি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করবে। অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম বলেন, তাঁর মৃত্যুতে সঙ্গীত জগতের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হলো।

প্রতিমন্ত্রী সাধন সরকারের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান এবং তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন।

দৈনিক তথ্য ১৮ জুন ১৯৯২

সাধন সরকার স্মরণে শোক সভা অনুষ্ঠিত

সঙ্গীতজ্ঞ সাধন সরকার স্মরণে খুলনা বেতার সঙ্গীত শিল্পী সংস্থা গতকাল (বুধবার) সন্ধ্যায় স্থানীয় একটি হোটেলে এক শোক সভার আয়োজন করে।

সংস্থার সভাপতি সাধন ঘোষের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ শোক সভায় বক্তৃতা করেন সাঈদুর রহমান সাঈদ, শেখ আব্দুল মান্নান, সৈয়দ আব্দুল মতিন, অনিমেষ বন্দোপাধ্যায়, কামরুল ইসলাম বাবলু, প্রমোদ দত্ত, মাজেদ জাহাঙ্গীর, শেখ শহীদুল ইসলাম, খন্দকার আবুল হাশেম, সরদার সুলতান মাহমুদ প্রমুখ।

সভায় শ্রী সাধন সরকারের নামে একটি সঙ্গীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং তার সাহিত্য ও সঙ্গীত কীর্তি সংরক্ষণের জন্যে সর্বাত্মক প্রয়াস গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

শোকবার্তা ঃ সঙ্গীতজ্ঞ সাধন সরকারের মৃত্যুতে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের শোক প্রকাশ অব্যাহত রযেছে। দৈনিক অনির্বাণ সম্পাদক অধ্যাপক আলী আহমেদ, স্কুল অব মিউজিকের পরিচালক, শিক্ষক মন্ডলী ও শিক্ষার্থীরা এবং বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন খুলনা জেলা ও মহানগর সংসদ পৃথক পৃথক শোক বার্তায় শ্রী সাধন সরকারের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। বিবৃতিতে তাঁর আত্মার মঙ্গল কামনা করা হয়েছে এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করা হয়েছে। -খবর বিজ্ঞপ্তির।

সাধন সরকারের প্রতি গণশিল্পী সংস্থার শ্রদ্ধা নিবেদন কাল

আগামীকাল (মঙ্গলবার) সন্ধ্যা ৭ টায় স্থানীয় উমেশচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরী মিলনায়তনে বাংলাদেশ গণশিল্পী সংস্থা, খুলনার আয়োজনে সঙ্গীতাচার্য সাধন সরকার এর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন এর এক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন অনুষ্ঠানে প্রয়াত শিল্পীর সুহৃদ কবি আবুবকর সিদ্দিক উপস্থিত থাকবেন।-খবর বিজ্ঞপ্তির।

পূর্বাঞ্চল

২৯ জুন ১৯৯২

পূর্বাঞ্চল সাময়িকী

সাধন স্মরণ

সাধন সরকার ঃ স্মৃতি এবং কর্ম

ফিরোজ আহমেদ

কয়েকদিন আগে ঢাকার শিল্পকলা একাডেমী দেশের ৪ জন গুনি ব্যক্তিত্বকে সম্বর্ধনা জানিয়েছে। অনুষ্ঠানিকভাবে সম্মানী আর সম্মানসূচক সনদপত্র দিয়েছে। তালিকার ভেতর নাম ছিল স্ত্রী সাধন সরকারের। পত্রিকায় সংবাদটি পড়ে বুকের ভেতর অনুভব করছিলাম এক অনির্বাচনীয় আনন্দ এবং গর্ব। সে সময় মনে হচ্ছিলো কে বলে বাঙালী অকৃতজ্ঞ, কে বলে আমরা জীবিত অবস্থায় সম্মানীয়কে সম্মান দিতে জানিনা। আয়োজনে, আনুষ্ঠানিকতায় ব্যাপক না হলেও শিল্পকলা একাডেমীর এই স্বীকৃতি নিঃসন্দেহে তাৎপর্য্যপূর্ণ। এ আনন্দের ভেতর অকস্মাৎ খবর সাধন সরকার আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন।

সাধন সরকারের অসুস্থতা বা নিত্যকার খবর আমার জানা ছিলনা। তার আগে 'চিকিৎসা সহায়ক পরিষদের কর্মকর্তা মাহমুদ আলম খান মুকু, আজিজ হাসান, এ্যাডঃ ময়ীন -উদ-দীন, ডাঃ মহবুব, ডাঃ জ্ঞানবালা প্রমুখদের কাছ হতে নিয়মিত খবর পেয়েছি, সহায়ক পরিষদের নগন্য কর্মি হিসেবে উমেশ চন্দ্র পাবিলিক লাইব্রেরীর বৈঠক গুলোতে থাকার চেষ্টা করেছি। আমার সহকর্মি এ্যাডঃ অপনউজ্জামান সাধন সরকারের নিকট প্রতিবেশি, তার কাছ হতে সাধন সরকারের খবরাখবর পেতাম নিয়মিত। সাধন সরকারের মৃত্যু আমার কাছে খুবই অপ্রত্যাশিত এবং কষ্টদায়ক।

কৈশের এবং যৌবনের মাঝামাঝি সময়ে এই নন্দিত শিল্পীর সংগে আমার পরিচয়। ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ ত্যাগ করে এসে আমি তখন রাজনৈতিক আন্দোলনের টগবগে কর্মী। উনসত্তুরের গণ আন্দোলনের দৃপ্ত জোয়ার সারা দেশে। আমরা মিছিলে আর সাধন সরকার, খালেদ রশীদ, হাসান আজিজুল হক, নাজিম মাহমুদ, মরহুম মুস্তাফিজুর রহমান, বিদ্যুৎ সরকার, আবুবক্কর সিদ্দিকরা সন্দীপনের মাধ্যমে গান গাইছেন, লিখছেন, বলছেন।

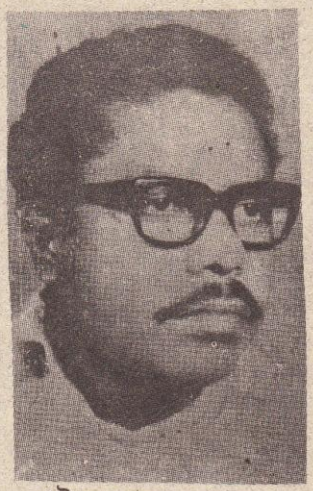

যৌবনে সাধন সরকার

কি সব গান-মুনষের, বিপ্লবের, বিদ্রোহের। সন্দিপন শুধু সংস্কৃতির জন্য সংস্কৃতিক চর্চা করতো তা নয় তার একটা স্বপ্ন ছিল, দর্শনছিল।

রাজনৈতিক আন্দোলনকে সংস্কৃতিক আন্দোলন যে মারাত্মকভাবে সহায়তা করতে পারে উনশত্তুরের পনেরো/ষোল বছর বয়সে সেদিন বুঝিনি, কিন্তু নব্বইয়ের গণআন্দোলনে তা সম্যকভাবে উপলব্ধি করেছি। উনশত্তুরের গণআন্দোলনে সন্দিপন আর নব্বইয়ে এসে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট সেই ভূমিকাই পালন করেছেন। আবু বক্কর সিদ্দিকের লেখা আর সাধন সরকারের গাওয়া সেই অমর গাণ 'রাইফেল' বেয়নেট, ব্যারিকেড' আমাকে যেমন উনশত্তুরে উজ্জিবিত করেছিল তেমনি একাত্তরের যুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র হতে উজ্জিবিত করেছিল এদেশের হাজার হাজার যুক্তিযোদ্ধাদের।

সাধন সরকার মূলতঃ শক্রীয় সংগীত শিল্পি। সংগীতের ভিত হচ্ছে শাস্ত্রীয় সংগীত। আমি এ ব্যাপারে একেবারেই অজ্ঞ। দুটো অনুষ্ঠানে কয়েক ঘন্টা থাকার সুযোগ আমার হয়েছে। একবার খুলনা শিল্পকলা একাডেমী (অধ্যক্ষ মাজহারুল হান্নান তখন সম্পাদক) এবং অপরটি ছিল রেডিও বাংলাদেশ সাধন সরকারের একক সংগীত অনুষ্ঠানের। খুলনার সংগীত গুনি ব্যক্তিরা ছিলেন মূলতঃ সে অনুষ্ঠানের শ্রোতা। আমার মত দু'একজন অবাঞ্ছিত হিসেবে উপস্থিত। কয়েকঘন্টা সুরের মুর্চ্ছনায় যে নিঃশব্দতা, ব্যাঞ্জনা সৃষ্টি হয়েছিল তা বলবার নয়। আমার মত অভাজনও মন্ত্রমুগ্ধ হয়েছিল। আমি তাঁকে মুল্যায়ন করবার মত যোগ্যতা রাখিনা, কিন্তু এটুকু উপলব্ধি করি তিনি ছিলেন একজন উঁচুদরের শিল্পী। হাসান আজিজুল হক তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন "আমার কাছে তিনি একজন প্রতিভাধর সুর স্রষ্টা ও অতুলনীয় কণ্ঠসম্পদের অধিকারি শিল্পী। আমি জানি গায়ক হিসাবে জনপ্রিয়তার তুংঙ্গে তিনি কখনোই উঠতে পারেন নি, সুরস্রষ্ঠা হিসেবে তেমন কোন স্বীকৃতি লাভ করেননি। প্রতিভাশালী মফস্বলবাসী শিল্পী হিসাবে তিনি কখনো কখনো করুণা লাভ করেছেন মাত্র। বরাবরের নির্জন নিঃসঙ্গ সাধন সরবর পেয়েছেন অনাদর, অবহেলা, নির্যাতন ও অবজ্ঞা"।

সারাটি জীবন সাধারণ জীবন যাপন করে গেছেন এই নন্দিত শিল্পী। আমাকে স্নেহ করতেন ভীষণ যদিও জীবনের কর্মক্ষেত্র ছিল ভিন্ন। কেন জানি মনে হয় শত্রুপরিবেষ্টিত নগরীতে এই যে সত্যের জন্য প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করছি, একে একে নিঙেছে ঢেউটি, হারিয়ে যাচ্ছে আমার প্রিয়জনেরা, সামনে তো প্রচন্ড অন্ধকার, পথ চলবো কি করে অনাগত ভবিষ্যতে।

মির্জাপুরের নোনায় ক্ষয়ে যাওয়া, ধ্বংসোমুখ একতলা বাড়িতেই দেখলাম তাকে প্রায় দুটি যুগ-অন্যরা দেখেছেন আরো বেশি। খালি হাতে এসেছিলেন, খালি হাতেই চলে গেছেন। বড় ছেলে চলে গেছে দেশের বাইরে বাবার মতই অভিমানে একটি নিভৃ নিভৃ করে ভিডিও দোকান চালায়। যে লোকটি জীবন ভোর আলো জ্বালালেন-নিজের পরিবারে তার দুঃসহঅন্ধকার।

এ বারের রবীন্দ্রজয়ন্তিতে খুলনার রবীন্দ্র সংগীত সম্মীলন পরিষদ তাকে সম্মানিত করেছে। তিনি অসুস্থ্য অবস্থায় অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। তাছাড়া কবিতালগে, চারনিক, পৌরসভা, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট তাকে সন্মানিত করেছে। মৃত্যু মানুষের শক্তির বাইরে একটি অলঙ্ঘনীয় সত্য। খুলনার মানুষের তৃপ্তি তাঁরা সাধন সরকারকে বাঁচাতে পারেননি, কিন্তু চেষ্টা করেছেন, নিরন্তর চেষ্টা শ্রম, অর্থ মেধা, সময় দিয়েছেন সহায়ক সমিতিতে। হয়তো আই, এফ, আই, সি ব্যাংকের আবদুল্লাহর মত অতটা নয়, তবুও আমরা চেষ্টা করেছি। এটাই আমাদেরসান্তনা।

হাসান আজিজুল হকের কথাতেই শেষ করবো এই ছোট লেখা -"আজ আমিই নির্লোভ চরিত্তবান মানুষটিকে তাঁর নিষ্ঠার জন্যে, তাঁর সততার জন্যে, দেশের সংগীত ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ বলিষ্ঠ ভূমিকার জন্যে নিঃশব্দেই শ্রদ্ধাজানাচ্ছি।"

দৈনিক তথ্য

২২ জুন ১৯৯২

তথ্য বিশেষ পাতা

একটি প্রত্যয়ের জন্ম

সাধন সরকার

অনেক আগে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলির সবই আর মনে থাকে না কারো। মানুষ যে পরিবেশে বেড়ে উঠতে থাকে, আশপাশে যা দেখে, সব ছবিই আর মনে গভীর দাগ কাটে না। কিন্তু কিছু কিছু ছবি এমন ভাবে দাগ কেটে বসে যায় যে শত আনন্দ দুঃখের তাপেও তা আর মুছে যায় না। সে ঘটনা আনন্দের হোক, দুঃখের হোক বা হাসির হোক অবসর সময়ে মনের গভীর হতে বন্ধুদের মত বাইরে আসতে থাকে, তখন তার রূপ, তার চেহারা নতুন করে দেখতে পাই যেন। তখন সবে গান শেখার কাল, বয়স কিশোর পেরিয়ে যৌবনের প্রারম্ভের তীরে ছুঁয়েছে। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের

শিল্পী সাধন সরকার

ছেলে, অভাব অনটন নিত্য সঙ্গী, তবু মনে অসীম উৎসাহ, কঠিন প্রতিজ্ঞা, এর শেষ চূড়ায় পৌঁছতেই হবে; সুতরাং অগ্রগতির প্রতিযোগীতায় যারা প্রতিবন্ধক সে সব থেকে দূরে দূরে নিজেকে সরিয়ে রাখতেই হবে। ভালবাসা এলো একদিন, সর্বাংগে তার আকর্ষনের তীব্রতা, পোষাকে-আশাকে কামনা উদ্দীপ্ত আতর,

বল্লে-কি করছো? সাধনা!

প্রস্তুতি পর্বের শিল্পী বল্লে-এ আমার প্রস্তুত হবার সময়, এখন তো তোমায় আমি আশা করিনি।

-কেন? আসতে নেই নাকি?

-না, না আসবে না কেন, কিন্তু এসময়ে নয়।

-কেন? আমাকে ভাল লাগে না তোমার?

-খুব ভাল লাগে, কিন্তু তুমি তো জান আমি নিরুপায়। আমাকে যে এর শেষ চূড়ায় পৌছুতে হবে।

-কিন্তু আমি তো ভালবাসা হয়ে এসেছি, বাধা হয়ে তো আসিনি।

-এ ভালাবাসা আমার সাধনার বাধা। তুমি আজ যাও, পারতো প্রতীক্ষা কোর, সময় মত আমিই যাব তোমার কাছে।

-সময়, হাসলো সে, বল্লে দিনক্ষণ পুথি, পাঁজি দেখে আমিতো আসতে পারিনে। হঠাৎ অনিশ্চিত ক্ষণ, মুহূর্ত্তে আমি আসি।

-বেশ আমি সেই ক্ষণের প্রতীক্ষায় রইবো, কিন্তু এখন আমি নিরুপায়।

ফিরে গেল সে।

আরো তীবতর হ'ল শিল্পীর সাধনা, জ্ঞানের শিখাটিকে উজ্জ্বল করে দিল। যৌবনের পালে তখন জোয়ার, এমনি সময় উচ্চ শিক্ষিত রাজকর্মচারীর বেশে এলো কৌতুক। গায়ে কালো জামা মেকি হীরের দ্যুতি। আসর বসল। অনুরোধ এল-এই যে মাষ্টার মশাই অনেক দিন আপনার কণ্ঠে বসন্ত বাহার শুনিনি, আজ ওটাই হোক, রাগের আলাপ শুরু হোল, কিন্তু একি! এযে ইমন কল্যান, তবে বসন্তবাহার কি হল, মাষ্টার মশাই একি করছেন? যৌবন হতবাক, ক্ষুব্ধ। অনেক বাহবা নিয়ে আসর শেষ হল। মাষ্টার মশাই বল্লেন, দেখলে তো এরা কেমন গান বোঝে, কতকগুলো রাগের নাম মুখস্ত করে রেখেছে, রুচিতে হাল্কা গান পছন্দ, অথচ উচ্চাংগ শোনা চাই। রাজকর্মচারীতো শুনেছে আগের কালের রাজা বাদশারা উচ্চাংগ গান শুনতেন। আরে তারা সংগীত বুঝতো তার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করতে কুণ্ঠাবোধ করতো না। কিন্তু একি? দেখলেতো? যৌবন বিমর্ষ হয়ে বসে রইল এককোনে। কৌতুক গুটি গুটি পায়ে এসে শুধালো-কি শিল্পী, রাগ করেছে?

-না, তবে দুঃখ পেয়েছি।

-কেন তুমি জান না, আজকের পৃথিবী এমনি, সাজানো সঙে ভরা। যৌবন খুশী হলো না তাতে, কৌতুকের মুখের দিকে উৎসুক হয়ে তাকিয়ে রইল।

কৌতুক তখন বলে চলেছে-দেখ শিল্পী সামান্য প্রবঞ্চনায় হতাশ হতে নেই। চোখ খোলা রেখে তাকিয়ে দেখ দেখি, আজ যে সাহিত্যিক নয় সেই

পরবর্তী পৃষ্ঠায় ⟶

কেমন কায়দা করে সাহিত্যিক সেজে প্রশংসা কুড়োচ্ছে। যে কবি নয়, সে পরের কবিতা কায়দা করে নিজের নামে চালিয়ে দিচ্ছে। আজকের সমাজ কি দেখ, যে সংগীত বোঝে না তার বাড়ী রেডিওগ্রাম, টেপ রেকর্ডার, যার অর্থের ভাবনা নেই সেই কত কৃপণ, যার বাড়ীর দরকার নেই সে বাড়ী বানাচ্ছে, যে ভাল খেলতে পারে না বা খেলা বোঝে না সে খেলা পরিচালনা করছে। এগুলো কেমন করে হয় জান?

-না।

-পদমর্যাদার জোরে। রাজার রাজত্বে এই পদমর্যাদার দাম বড় বেশী।

-কিন্তু এই মেকি পদমর্যাদা নিয়ে লাভ?

-লাভ নেই বলছ কি? সমাজে প্রতিষ্ঠা ধনসম্পদ, মানমর্যাদা, তোষামোদ এক কথায় জাগতিক সমস্ত প্রাপ্তির সুযোগ।

-বুঝলাম, কিন্তু আসলে তো ক্ষতিই হচ্ছে?

-তো হোক, এতো ব্যক্তিগত ক্ষতি নয়। সমাজের ক্ষতি, জাতির ক্ষতি। সমাজ আর জাতি নিয়ে বজ্জাতি চলছে দেখছো না? সমাজ, জাতি টিকলো কি বাঁচলো এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। আত্মতুষ্টিই বড় কথা-

-কিন্তু এমনি করেই কি চিরকাল কাটিয়ে দেবে কৌতুক? তুমি কি ভাল কিছু করতে পার না?

-আমার ভাল দিকটাও আছে, সেটা নির্মম নয়। কেবল আনন্দ বিতরণ করে মানুষের জীবন আনন্দে ভরিয়ে তোলা। সে সময় এখনও তোমাদের দেশে আসেনি। আমাকে যেভাবে তোমরা গ্রহণ করেছ আমি সেই রূপেই ফসল ফলাচ্ছি।

-সেই যেদিন তুমি কেবল নির্মল আনন্দই দেবে, মানুষের মনপ্রাণ খুশির জোয়ারে তরঙ্গ খেলবে, তোমাকে যেদিন কেউ ঘৃনা করবে না সেদিনের আর বাকি কত?

-তাতো আমি বলতে পারিনে শিল্পী, তোমার সাধনা দিয়ে তুমিই একদিন এর উত্তর খুঁজে পাবে। আমি শুধু তোমাকে মনের উৎসাহ আর প্রেরণা যুগিয়ে গেলাম পরে আবার হয়তো আমার সাক্ষাৎ পাবে।

যৌবন তখন ভাবছে, পথ খুঁজছে, আর সময় কত হল দেখছে।

আনন্দ এল সেদিন বৃদ্ধের বেশে, কণ্ঠে খুশীর জোয়ার-আহা-হা

-এমন মধুর তান কে দিল? শিল্পী তান বন্ধ করে তাকাল, চোখে প্রশ্ন। আনন্দ তখন বলে চলেছে

-বাঃ বড় সুন্দর তান-এটা কি রাগিনী?

-পটদীপ।

-বাঃ বড় সুন্দর। আমাদের সময় এ রাগিনী আমরা শুনিনি। বসবো একটু?

-বসুন, আচ্ছা আপনার পদমর্যাদা নেই?

-কি যে বল বাবা, এককালে ঠেকেছি এখন, কবে ডাক আসে ঠিক নেই, এখন ওসব বাহুল্য দিয়ে কি করবো

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে শিল্পী সাধন সরকার, হাসান আজিজুল হক। বক্তৃতা করছেন সিটি মেয়র তৈয়বুর রহমান।

বল? সুরটা ভাল লাগলো এসে বসে পড়লুম।

-পদমর্যাদা থাকলে আর আসতে পারতেন না।

-কেন! এতে অমর্যাদার তো কিছু নেই।

-তা জানিনা, তবে পদমর্যাদা আপনাকে আসতে দিত না। এই আসরে আপনি এবং আপনার মত দু'একজন ছাড়া অনাহুত কেউ আসে না কিনা, তাই বলছিলাম।

-তীব্র মর্যাদাবোধ থাকলে আনন্দ কম হয় জান শিল্পী। আমি তো বৃদ্ধ তুমি আমার বয়সে কত ছোট, রাগিনীর নামটা পর্য্যন্ত জানিনে, তোমার কাছ থেকে শুনে নিলাম এতে আমার মর্যাদার কথা বলতে পারিনে, তবে আনন্দ কমেনি একটু। গাও গানটা শেষ করো।

সেদিন গানটা শেষ হল, কণ্ঠে উৎসাহ নিয়ে, পরিবেশ আনন্দে ঢেলে। সেদিন বয়স নিয়ে কেউ মাথা ঘামালো না, স্থান নিয়ে কেউ কথা তুলল না, জাতি নিয়ে সংকীর্ণ মনের পরিচয় কেউ দিল না, কেবল হৃদয়ের সুকুমার প্রবৃত্তি গুলি উজ্জীবিত হয়ে হৃদয়ে হৃদয়ে মিশে একাকার হয়ে গেল।

উৎসাহিত শিল্পী মনে তখন সৃষ্টির আবেগ। আবেগ চঞ্চল হৃদয় তখন সাথী খুঁজছে, কোথায় কেমন করে তাকে পাওয়া যাবে।

-ঠক্ ঠক্-

পরবর্তী পৃষ্ঠায় →

-কে?
-আমি, দরজাটা খোল,-
দরজাটা খুলে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেল শিল্পী-তুমি!
-হ্যাঁ চিনতে পারছো?
বিহ্বল শিল্পীর মুখে কথা বেরোতে সময় লাগল। তুমি-তুমি-প্রেম! আঃ আমি তোমাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান, আমার আকুলতা তুমি বুঝতে পেরেছিলে? এসো এসো ব্যাকুল দু'বাহু বাড়িয়ে নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করতে চাইল শিল্পী, অস্ফুট শব্দ করে সরে গেল প্রেম।
-কি হল!
-দাড়াও, অত ব্যাকুল হয়ে উঠলে কেন শিল্পী?
-বাঃ আমার রক্তে যে এখন সৃষ্টির জোয়ার।
-আকুলতাতেই আমাকে পাওয়া যায় না।
-তবে?
-কি সঞ্চয় করেছ বল?
-আমার এতদিনের সাধনার জ্ঞান।
-ওদিয়ে আমি কি করব? ওতে তো আমার প্রয়োজন নেই।
-তবে কিসে তোমার প্রয়োজন।
-অর্থের।
-তার মানে!

শেষ সংবর্ধনায় ভূষিত সাধন সরকার

-ধন দৌলতের, টাকা পয়সার গাড়ী-বাড়ী, এ তুমি বুঝতে পার না কেন! আচ্ছা তোমার প্রতিষ্ঠা হয়েছে?
-প্রতিষ্ঠা বলতে কি বোঝাতে চাইছ?
-তোমার মার্কেট ভ্যালু কতটা বেড়েছে?
-আমার আবার মার্কেট কি? কোন মার্কেট নেই আমার।
-তবে তোমার কোন প্রতিষ্ঠাই হয়নি। প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে মার্কেট ভ্যালু বাড়ে, অর্থ, ধন-মান গৌরব, মর্যাদা একে একে আসতে থাকে ঠিক যেন ছায়াছবি। অতএব তুমি আমাকে পাবে না।
-দরকার নেই, অর্থ দিয়ে প্রেম আমি কিনতে চাইনে। চীৎকার করে উঠল শিল্পী। কণ্ঠে ঘৃণার ঝাঁজ, একটু পরে ভাঙ্গাকণ্ঠে শিল্পী বল্লে-তুমি যেতে পার। তোমাকে পাওয়ার জন্য আমি ব্যাকুল হইনি। তুমি প্রেম নও লালসা, প্রেমের ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছ সামনে। প্রেম নিরুত্তরে অধোমুখে দাঁড়িয়ে রইল। মুহূর্ত, ক্ষণ কাল সব নিশ্চুপ পাথরের মত কঠিন হয়ে জমে গেল যেন-কত পরে, ঠিক মনে করা গেল না শিল্পী আবার বল্লে-কি তুমি এখন দাঁড়িয়ে আছ। আমি আমি তোমার উপযুক্ত নই! অর্থ যা পাই তা উদবৃত্ত থাকে না, প্রতিষ্ঠা বলতে যা বোঝ আমার তা হয়নি। পঞ্চ 'ম' কারের নৈবদ্য আমি তো সাজাতে পারবো না। সুতরাং তুমি চলে যেতে পার।
-তুমি আমাকে ভুর বুঝ না শিল্পী-ভেজা কণ্ঠস্বরে মুখ তুলে তাকাল প্রেমের দিকে, বিস্ময়ে বল্লে,
-একি তুমি কাঁদছো?
-হ্যাঁ
-কেন?
-তুমি আমাকে ভুল বুঝলে বলে।
-তোমার কথা তুমিই ত বল্লে, আমিতো কিছু বলিনি!
-ও আমার সব কথা নয়।
-তবে?
-আমাকে তোমাদের সমাজ যা বানিয়েছে, তাই তোমাকে বলেছি। আসলে আমি তো প্রেমই, ক্ষেত প্রস্তুতির পরে ফসল নির্ভর করে জান তো? তোমাদের সমাজ যে ভাবে বিন্যস্ত তাতে কোন ফসলই আপন স্বভাবে বেড়ে উঠতে পারে না। তোমরা যা দেখ সেটা স্বভাবের বিকৃত রূপ। এখানে পয়সা দিয়ে প্রেম, ভালবাসা, যৌবন সবই কিনতে পারা যায়। এখানে সত্যিকার প্রেম ভীরু হয়ে নিভৃতে কাঁদে। তাই আমিও কাঁদছি। এ সমাজে তোমার প্রেমের সন্ধান তুমি পাবে না শিল্পী।
-কিন্তু সমাজের যদি পরিবর্তন আসে?
-তা হলে আমার অন্যরূপ দেখবে বই কি।
সমাজের পরিবর্তন। সে কি সম্ভব? নিজের মনেই প্রশ্নগুলো আসতে লাগলো, আবার মিলিয়ে যেতে, লাগলো। সঠিক উত্তর খুঁজে পেল না শিল্পী। একটা অস্বস্তিকর উদ্বেগ, একটা চাঞ্চল্য নিয়ে, হতাশ হয়ে শুয়ে পড়লো শিল্পী। দূরে-বহুদূরে চোখের তারা দুটোকে মেলে দিয়ে আকাশ পাতাল ভেবেই চলল। নৈরাজ্যের

পরবর্তী পৃষ্ঠায় →

তথ্য বিশেষপাতা সমাপ্ত

একটা কালো মেঘ বহু দূর বিন্দু থেকে বড় হয়ে শিল্পীকে আচ্ছন্ন করে ফেলল যেন। সাধন পীঠে সুর আর ধ্বনিত হয় না। তানপুরাটাতে অনেক ধূলা জমে গেল। পাখোয়াজের দলগুলো একটা দুটো করে ছিঁড়ে যেতে লাগলো। শব্দের রাজ্যে নামল অখন্ড নীরবতা।

-কি! ভয় পেলে?

-ভয় আর কি, আমার তো কিছু নেই। হারিয়ে যাবার আর কি ভয়।

-না, আমাকে দেখে অনেকেই ভয় পায় কিনা তাই।

-তুমি কে?

-মৃত্যু।

-এখন এসেছ যে, আমার কি সময় হয়েছে?

-না।

-এসেছি তোমাকে অপমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে।

-সেকি! মৃত্যু বাঁচাতে এসেছে, এ কি করে বিশ্বাস করি বল?

-ঠিকই বলেছ, আমাকে তোমরা কেউ বন্ধু বলে জান না, আমাকে আসতে হয়, অনিচ্ছা থাকলেও আসতে হয়। ফুল, কুঁড়ি, পাতা নির্মম ভাবে ছিঁড়ে নিয়ে চলে যাই। আমাকে তোমরা নিষ্ঠুর বলেই জান। কিন্তু বিশ্বাস কর এতে আমার আনন্দ নেই। আমি অকালে কাউকে নিয়ে যেতে চাইনা, কিন্তু ওরা নির্মমভাবে আমাকে ডাকে, আমাকে বাধ্য করে। তোমরা এমনভাবে সমাজ গড়েছ যে সকলেই মরে গিয়ে জ্বালা জুড়াতে চায়। তাই আমি আসি অনাহারের বেশে, প্রলয়ের বেশে, মহামারীর রূপ ধরে, দাঙ্গার বিষাক্ত নিশ্বাস নিয়ে।

-আমিতো গলায় দড়ি দিয়ে মরতে যাইনি।

-না, তা যাওনি বটে, কিন্তু তুমি তোমার সাধনা ছেড়ে দিয়েছ, ওই তোমার অপমৃত্যু।

-কি হবে বলো সাধনা করে, কোন প্রেরণা না থাকলে কি করে সাধনায় সিদ্ধি আসবে বলো।

-কেন? তোমার প্রেরণার উৎস কারা ছিলো।

-প্রথম ভেবেছিলাম ভালবাসা, প্রেম, আনন্দ কৌতুকই জীবন ভরিয়ে দেবে প্রেরণা দিয়ে। কল্পলোকে তারা ছিল স্বপ্নের মধ্যে। বাস্তবে যখন ধরতে গেলাম তখন দেখলাম, আমার সে স্বপ্ন অলীক, তারা বল্লে, বিশুদ্ধ প্রেম, ভালবাসা এ সমাজে হয় না। আমার ধারণা ছিল মহান সৃষ্টির উৎস হল প্রেম, তারা বল্লে, কামনা চরিতার্থ করার আধার হল প্রেম। কর্মে উদ্যম উৎসাহ হল ভালবাসা, তারা বোঝালো-আকর্ষন করে মোহে আটকে ফেলাই ভালবাসা। ধারণা ছিল আনন্দ দিয়ে আয়ুবৃদ্ধি কৌতুক, তারা বল্লে-মিথ্যাচারণের ছলনাই হল কৌতুক, সুতরাং তুমি বল আজ কি নিয়ে আমি সাধনা চালিয়ে যেতে পারি?

-তোমার ধারণায় কিছু ভুল হয়নি। তবে তোমার অহংকার তোমাকে ভোগাচ্ছে।

-আমার অহংকার!

-হ্যাঁ, তুমি বুঝতে পারনি, নিষ্ঠাবান সাধকদের মধ্যে অহংটা আসে, তাও সাধনা দিয়ে ত্যাগ করতে পারলে তবে সিদ্ধির পথ পাওয়া যায়।

-কি জানি। আমিতো ঠিক বুঝতে পারছিনে-

-না বোঝার কিছুই নেই বন্ধু, আসলে তোমার প্রেরণার উৎস যারা হবে তারা তো সাধারণ মানুষ। তাদের সঙ্গে মিলতে হবে সব রকমের অহং ভুলে। বংশ গৌরব, পদমর্যাদা, পান্ডিত্য ওগুলো মনের গভীরে চাপা দিয়ে তাদের হয়ে তাদের সঙ্গে মিশতে হবে। তবেই ওদের হৃদয়ের খোঁজ পাবে, আর সেই হৃদয় নিয়েই তো তোমার কারবার জমে উঠবে।

-ওরা আমায় প্রেরণা দেবে? কেমন করে?

-সেই সাধনাতেই তো তোমাকে আবার বসতে হবে। ওই টুকু কাজটা তোমার বাকি আছে ওদের মনের যে অংশটা গভীর আঘাতে আঘাতে কঠিন নির্মম হয়ে গিয়েছে, সেই অংশটুকু মেরামতি কাজ তোমার বাকি। ওরা তোমাকে দুঃখ দেবে, প্রবঞ্চনা করবে, সন্দেহ করবে কিন্তু তোমার নিষ্ঠা মধ্যে থেকে ওরা নিজেরাই পথ খুঁজে নেবে। তুমি শুধু সেই পথ খোঁজার সহায়ক হবে। তাদের হৃদয় বৃত্তির পবিত্র সুকুমার প্রবৃত্তিগুলি তুমি গানে গানে উজ্জীবিত করে তুলবে, তখন কঠিন পথ ওদের দুর্গম মনে হবে না, হতাশ হয়ে আমাকে ওরা ডাকবে না, বীরের মৃত্যুবরণ করে পথের বাধা অতিক্রম করে ওরা এগোবে। তাই বলছিলাম, তোমার এখনও যাওয়ার সময় হয়নি। নতুন করে তানপুরায় আবার তার বাঁধ, পাখোয়াজটা আবার ঠিক করে নাও। নুতন করে সুর তোল শিল্পী, নুতন করে সুর তোল।

-বেশ তুমি যখন বলছো, আবার আমি সাধনায় বসবো, প্রেরণা যদি পাই সৃষ্টি হবেই। সে সৃষ্টি যদি সমাজ পরিবর্তনের সহায়ক হয় তবে আমি সার্থক হব, ধন্য হব।

-ঠিক তাই, তখন আমি এসে তোমাকে নিয়ে যাব। যে যাওয়া হবে আনন্দের, সে মৃত্যু হবে তৃপ্তির।

দূরে প্রসারিত স্থির চোখের তারা দুটি আবেশে বুজে এলো শিল্পীর। সে পাশ ফিরে গভীর ঘুমের মধ্যে তলিয়ে গেল। ডাক্তার বল্লে, ঘুমাচ্ছে ঘুমুক এখন ডাকবেন না আর ভয় নেই, শ্রান্তি কমে গেলেই ও সুস্থ হয়ে জেগে উঠবে।

(প্রয়াত শিল্পী সাধন সরকার রচিত প্রবন্ধটি তার ছাত্র মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ-র নিকট থেকে সংগৃহীত। রচনাটি ১৯৭৩ সালে ক্রিসেন্ট সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত প্রসূণ সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়।)

শেষ

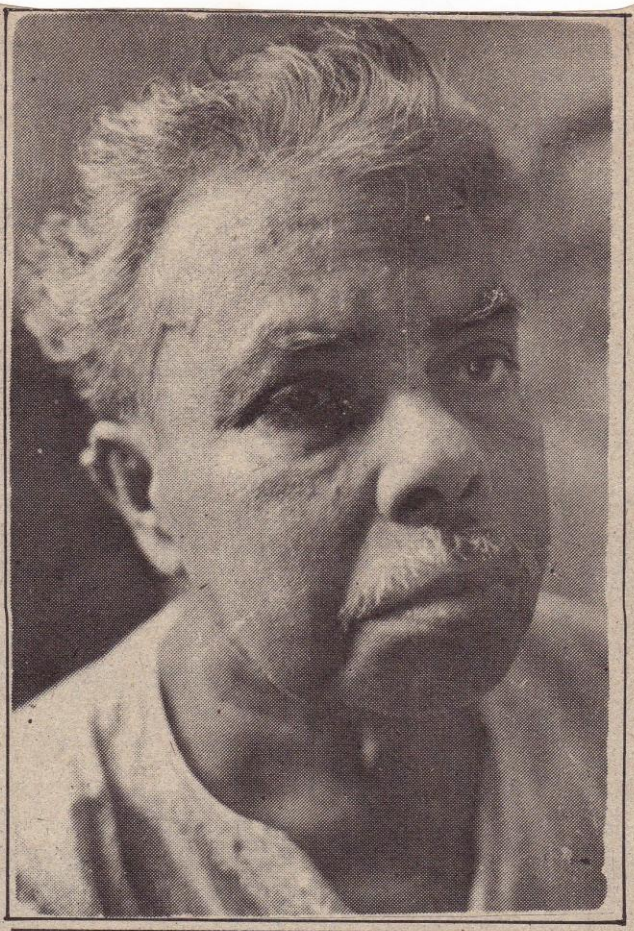

আমার সঙ্গীত শিক্ষক সাধন সরকার

ফারহানা ইয়াসমিন লিজা

মনে পড়ে, খুব ছেলেবেলায় সবার সাথে গলা মিলিয়ে একটি গণসঙ্গীত গাইতাম, ব্যারিকেট, বেয়োনেট, বেড়াজাল। গান খুব একটা বুঝতাম না। তবে গানের সুর আর ছন্দে আকৃষ্ট হয়ে সবার সাথে কণ্ঠ মেলাতাম। কার লেখা, কার সুর- কে তখন খবর রাখে! সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তখন একটা নাম সবার মুখে উচ্চারিত হতে শুনেছি-সাধন দা। প্রশ্ন জাগত মনে- কে এই মানুষটি?

১৯৭৫-এ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতম সহচর শৈলজারঞ্জন মজুমদার বাংলাদেশে এলেন। খুলনাতেও তিনি এসেছিলেন। সেই সময় খুলনার বেশ কিছু সঙ্গীত শিল্পী তাঁর কাছে ক'দিনের প্রশিক্ষণ নেন। আমার বয়স তখন ১১ বছর। আমার বাবা আমাকে সেখানে নিয়ে গেলেন। সেখানেই দেখলাম সাধন সরকার-সবার প্রিয় সাধন দা'কে, একজন সঙ্গীত শিল্পী হিসাবে তিনিও সেই প্রশিক্ষণে অংশ নেন। মোট ১১জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে আমিও সেখানে স্থান পেয়েছিলাম। এই প্রশিক্ষণে শৈলজারঞ্জন মজুমদারের হাতেই রবীন্দ্র সঙ্গীতে আমার প্রথম দীক্ষা লাভ। কোলকাতায় ফিরে যাওয়ার পূর্বে তিনি বাবাকে বলেছিলেন, তোমার মেয়েটিকে সাধনের হাতে দাও। সেই থেকেই স্যারের কাছে আমার গান শেখা শুরু।

সঙ্গীতের ক্ষেত্রে একজন শিক্ষার্থীর ভিত তৈরীর ব্যাপারে স্যার সবসময় জোর দিতেন। আজকালকার প্রচার সর্বস্ব যুগে গা না ভাসিয়ে প্রথমে নিজেকে তৈরী করে নেয়ার পক্ষপাতি ছিলেন তিনি। সবসময় বলতেন, আগে গলা তৈরী কর। দেখবি, লোকে তোকে ডেকে নিয়ে গান শুনবে। এই গলা তৈরীর ব্যাপারে একটা ঘটনা মনে পড়ে। গান শেখানোর শুরুতেই স্যার আমাকে রাগ ভৈরবী দিলেন। একনাগাড়ে এক বছর চলল ভৈরবীর সাধনা। সাথে একের পর এক শিখিয়ে চললেন ভৈরবী রাগাশ্রয়ী রবীন্দ্র সঙ্গীত গুলো। মনে মনে বিরক্ত হয়ে একদিন বলেই ফেললাম, স্যার ভৈরবী তো বেশ রপ্ত হয়েছে। অন্য কোন রাগ শেখাবেন না? স্যার বুঝলেন ব্যাপারটা। বললেন, বুঝলি না। তোর গলাটা একেবারে ভৈরবীর সুরে গেঁথে দিলাম। গলা তৈরী হ'ল। এখন যে গানই করিস না কেন, শুনতে ভাল লাগবে। নিজের ভুল বুঝতে পেরে লজ্জা পেয়েছিলাম।

গান শেখানোর ফাঁকে ফাঁকে গল্পচ্ছলে সঙ্গীতের অনেক কথা শোনাতেন, রবীন্দ্র সঙ্গীতের বিশুদ্ধতার দিকে স্যারের তীক্ষ্ণ নজর ছিল। একটা নতুন গান তুলে স্যারকে শোনানোর সময় স্বরলিপি নিয়ে বসতেন। স্পর্শ স্বরগুলো, ছোট ছোট ধাক্কা গুলো শুদ্ধভাবে গলায় তুলে দিতেন। একটু উনিশ-বিশ হলেই বলে উঠতেন- হলো না, হলো না। রাগভিত্তিক গান গুলোর ক্ষেত্রে কোমল স্বর লাগানোয় হেরফের হলেই বলতেন, 'ওরে, গানের ক্ষেত্রে ভাবে সপ্তমী খাটে না। একটু চেপে গলাটা কোমল স্বরে লাগা। দেখবি কী চমৎকার লাগছে শুনতে।' কখনও অধৈর্য হতে বা বকতে শুনিনি। স্যারের কাছে রবীন্দ্রনাথের সব পর্যায়ের গানই কমবেশী শিখেছি। তবে বেশী জোর দিতেন টপ্পা এবং ধ্রুপদ অঙ্গের গানগুলোর ওপর। স্যারের কারণেই সম্ভব হয়েছে রবীন্দ্র সৃষ্ট তালগুলো সঠিক ভাবে শেখা। ভীষণ যত্ন নিয়ে শেখাতেন। হাতে তালি দিয়ে তালগুলো বুঝিয়ে দিতেন। একটি গান বার বার আমার সাথে গাইতেন। গানটি সম্পূর্ণ তোলা হয়ে গেলে তানপুরায় গাইতে বলতেন। সব সময় বলতেন, 'টপ্পা, ধ্রুপদ আর রবীন্দ্রনাথের এই খটমট তালের গানগুলো বেশী করে গাইবি। চর্চা রাখবি। তুই কিছু শিখেছিস বা জানিস- এ থেকেই তার প্রমাণ মিলবে।'

এতভাবে তৈরী করার পরও স্যার বলেছিলেন, বাসন্তী হে ভুবন মোহিনী গানটি ১০ বছর পরে গাইবি। এঘটনার ৩/৪ বছর পরের কথা। বাবার কাছে খবর পাঠালেন, লিজাকে ঐ গানটা তুলে শুনিয়ে যেতে বলবেন। আদেশ পালন করলাম। বললেন, খুব সুন্দর তুলেছিস তো? ১০ বছর অপেক্ষার ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিলে বলেছিলেন, তুই পাশ করে গেছিস। ভীষণ উৎসাহ দিতেন স্যার। বলতেন, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত চর্চা করে যাবি। চর্চা ছাড়লে টিকে থাকতে পারবি না। মাঝে মাঝে নিজেই কিছু গান দেখিয়ে বলতেন, এগুলো তুলে রাখবি। বলতাম, পারব কি? বলতেন, পারব না বললে তো হবে না? চেষ্টা কর। আমি তো আছিই।

"আমি তো আছিই" এ যে কতখান ভরসা!

আমার বড় বোন স্যারের কাছে ক্ল্যাসিকাল শিখত। মাঝে মাঝে রাগভিত্তিক কিছু নজরুল গীতি শেখাতেন। এ ক্ষেত্রেও দেখেছি ভীষণ যত্ন নিয়ে স্যার রাগ গুলো শেখাতেন। বেশ সময় নিয়ে একটি রাগ বিভিন্ন ভাবে তিনি গেয়ে শোনাতেন। ক্ল্যাসিকালের খুটিনাটি ব্যাপারগুলো খুব সহজেই বুঝিয়ে দিতেন।

১৯৮৩ তে পড়াশুনার কারণে আমাকে রাজশাহীতে যেতে হলো। স্যারের সামনেই রাজশাহীতে যাওয়ার ব্যাপারে

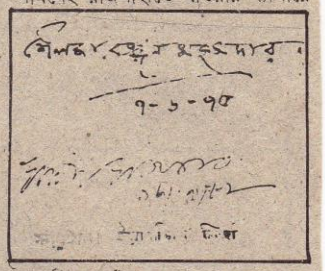

আপত্তি তুলেছিলাম। হেসে বলেছিলেন, 'ওরে পাগল, এদেশে সার্টিফিকেট না থাকলে কেউ এক কানাকড়িও মূল্য দেয়না। লেখাপড়াটা শেষ করে আয়। তারপর অনেক সময় হাতে পাওয়া যাবে।' রবীন্দ্র সঙ্গীতের যতটুকু আমি জানি, তোকে আমি শেখাবো।

দুর্ভাগ্য আমার। লেখাপড়া শেষ করে যখন ফিরলাম, তখন স্যার অসুস্থ, তবুও বলতেন, একটু সুস্থ হই। আবার আগের মত শুরু করা যাবে। একজন শিক্ষার্থীর জীবনে বোধকরি সবচেয়ে বড় পাওয়া শিক্ষকের স্নেহচ্ছায় কিছু দিতে চাওয়া। দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পারলাম না নিতে। সামাজিক স্বীকৃতির পরিচয়ধারী একাডেমীক সার্টিফিকেটে যোগাড় করতে যেয়ে হারালাম অনেক বড় কিছু। একাডেমীক সার্টিফিকেট আমার পেটের খোরাক যোগাবে। কিন্তু মনের খোরাকের জন্য আমি কার কাছে যাব? অসুস্থ অবস্থাতেও বট গাছের মত ছায়া দিয়ে গেছেন। যে কোন সমস্যায় পড়লেই সমাধান দিয়ে দিতেন। হারিয়ে গেল সেই ছায়াদানকারী বটগাছ। ফেলে গেলেন এক বিরাট শূন্যতার মাঝে। কারো পক্ষেই সম্ভব নয় এই শূন্যতা পূরণ করা। এই স্পষ্টবাদী, আপোষহীন মানুষটির কাছে যা পেয়েছি, যা শিখেছি- সেই আদর্শে যদি নিজের সাথে আরও দু'চারজনকে গড়ে তুলতে পারি-মিথ্যে হলেও কিছুটা সান্ত্বনা হয়ত পাব।

খুলনার ৩ জন রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়, সাধন ঘোষ, ভারতী ঘোষ পরিবেষ্টিত হয়ে সঙ্গীত পরিবেশন করছেন শিল্পী সাধন সরকার।

তথ্য বিশেষ পাতা সমাপ্ত

বরেণ্য শিল্পী সাধন সরকার স্মরণে

১৩৯৩। ১৬ ও ১৭ মাঘ। খুলনায় অনুষ্ঠিত হয় সপ্তম জাতীয় রবীন্দ্র সংগীত সম্মেলন। উদ্বোধনী ভাষণ দিচ্ছেন সম্মেলন উদযাপন পরিষদের সভাপতি শিল্পী সাধন সরকার। মঞ্চে উপবিষ্ট কবি শামসুর রাহমান, ডঃ সনজিদা খাতুন ও মাজেদা আলী।

ফিরিয়ে আনতে পারিনি

মুহম্মদ আজিজ হাসান

সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্মিলন পরিষদ, খুলনা।

'তেরশ' নিরানব্বইয়ের গ্রীষ্মের শেষ দিন।

বিকেলের দিকে খবর পেলাম সাধনদার অবস্থার বেশ অবনতি ঘটেছে। শিল্পীর দ্বিতীয় পুত্র বিশ্বজিৎ অবস্থা একটু ভালো দেখে দিন কয়েক আগে খুলনা এসেছে। রাতেই সে রওয়ানা হয় গেল। কিন্তু বিশ্বজিৎ ঢাকা পৌঁছার আগেই সাধনদা চিরকালের মতো চলে গেলেন আমাদের সবাইকে ছেড়ে।

খুলনার বাইরে যেতে চাইতেন না একেবারেই। একানব্বইয়ের মে মাসের শেষের দিকে চিকিৎসকরা যখন জানালের দুটো কিডনীই অকেজো হওয়ার পথে, খুলনায় রেখে আর চিকিৎসা করানো সম্ভব নয়, তখনও সাধনদা কিছুতেই রাজী হচ্ছিলেন না ঢাকা বা অন্য কোথাও যেতে চিকিৎসার জন্যে। কিন্তু প্রিয়জনদের আকুল অনুরোধেই তিনি রাজী হয়েছিলেন খুলনার বাইরে যেতে। সবাই ভেবেছিলেন দেশ বিদেশের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের চিকিৎসায় তিনি আবার সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে উঠবেন। কিন্তু গত এক বছরে শরীরের অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে যেতে থাকে। খুলনায় একটা হেমোডায়ালেসিস প্লান্ট আসায় গত চার পাঁচ মাস ধরে এখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছিল। প্লান্টটি হঠাৎ বিকল হয়ে যাওয়ায় জরুরী ভিত্তিতে গত ২০শে মে রাতে তাঁকে ঢাকায় পাঠাতে হয়। প্রতিবারের মতো এবারও ঢাকা রওয়ানা হওয়ার সময় বার বার বলছিলেন, 'তোমরা দেখো আমার এই যাওয়াই শেষ যাওয়া হবে। খুলনায় আর আমার ফেরা হবে না।' অন্যবারের মতোই আমরা ভাবিনি যে এবার দাদার কথা সত্যি হয়ে যাবে।

জাতীয় রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্মিলন পরিষদ খুলনা জেলা শাখার সভাপতি ছিলেন তিনি। কেবল মাত্র সভাপতির নামের কারণেই খুলনার পরিষদ সারা দেশের রবীন্দ্র প্রেমীদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতো। প্রতি দু'বছরে রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রতিযোগিতা হয় প্রথমে পরিষদের সকল জেলা শাখায় এবং পরে জাতীয় পর্যায়ে ঢাকায়। জেলা শাখার প্রতিযোগিতার সময় মূল্যায়নের জন্যে কেন্দ্র থেকে একজন বিচারক পাঠানোর রীতি রয়েছে। বিগত কয়েকটি প্রতিযোগিতায় কেন্দ্র থেকে খুলনায় কোন বিচারক পাঠানো হয়নি। বিষয়টি নিয়ে আমাদের মনে একটা চাপা ক্ষোভ ছিল। বই মেলা- বিজয় দিবস '৯১ উপলক্ষে জাতীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মিলন পরিষদের নির্বাহী সভাপতি ডঃ সনিজদা খাতুন খুলনা এলে তাঁর কাছে সরাসরি জানতে চেয়েছিলাম প্রতিযোগিতায় বিচারক না পাঠাবার কারণ। জবাবে সনজিদা আপা বলেছিলেন, 'যেখানে সাধনদার মতো সঙ্গীতজ্ঞ আছেন সেখানকার মূল্যায়নের ব্যাপারে কেন্দ্রের কোন রকম সংশয় নেই আর তাই খুলনায় বিচারক পাঠানোর কোন প্রয়োজন কেন্দ্র অনুভব করে না।' ক্ষোভ ধুয়ে গিয়ে মুহূর্তেই এক অনির্বচনীয় আনন্দ-গৌরবে ভরে উঠলো মনটা। সত্যিই তো সাধন সরকার যে পরিষদের সভাপতি সে পরিষদের প্রতিযোগিতার মূল্যায়নের জন্যে বাইরের বিচারকের প্রয়োজন কোথায়! কিন্তু আমাদের সে পরিচয় আর রইলো কই?

বর্তমান বাংলাদেশে-একজন মানুষ আছে কিন্তু তার কোন লোভ থাকবে না এটা ভাবাই যায় না। অর্থের লোভ, সম্পদের লোভ, ক্ষমতার লোভ, যশের লোভ-লোভের কোন শেষ নেই। কেবলমাত্র কথার কথাই নয়-সাধন সরকার ছিলেন সত্যিকারের একজন নির্লোভ মানুষ। জাগতিক কোন বিষয়ের প্রতিই তাঁর কোন রকম আগ্রহ ছিল না। তিনি বুঝতেন কেবল মাত্র সঙ্গীত-সঙ্গীতই ছিল তাঁর জীবনের সঞ্জীবনী মন্ত্র। চিরকাল প্রচার বিমুখ এই মানুষটির সঙ্গীত পরিবেশন ছাড়া অন্য কোন কারণে মঞ্চে ওঠার ব্যাপারে দারুণ অনীহা ছিল। মনে পড়ে ১৯৮৭ সালের জানুয়ারীতে খুলনায় অনুষ্ঠিত সপ্তম জাতীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মেলনের কথা। বেগম সুফিয়া কামাল, কবি শামসুর রাহমান, প্রফেসর জিল্লুর রহমান, কথাশিল্পী শওকত ওসমান, সনজিদা খাতুন প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সব এসেছেন খুলনায়। স্বাগতিক জেলা শাখার সভাপতি হিসেবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দিতে হবে সাধনদাকে। কিন্তু কিছুতেই মঞ্চে উঠতে রাজী নন তিনি।

আমরা যখন খুব বিপন্ন বোধ করছি আর ভাবছি কিভাবে রাজী করাবো দাদাকে; তখন কে যেন বলে উঠলেন, 'সভাপতি হিসেবে আপনি যদি সম্মানিত অতিথিবর্গকে স্বাগত না জানান তাহলে খুলনার সম্মান থাকবে কোথায়? আর কিছু বলতে হয়নি তাঁকে মঞ্চে উঠানোর জন্যে। বড় ভালোবাসতেন তিনি খুলনাকে। আর তাই খুলনাকে ছেড়ে কোথাও যেতে চাইতেন না।

জাগতিক সমুদয় ব্যাপারে নির্লোভ এই মানুষটির মনের কোনে লুকিয়ে থাকা একটা আকাঙ্খার কথা আমরা জানি। তাঁর বড় সাধ ছিল খুলনার বাতাসে শেষ নিঃশ্বাসটি ছাড়ার। আমরা কিন্তু তাঁর এই একটি মাত্র সাধও মেটাতে পারিনি। শেষ দিনগুলো খুলনায় কাটানোর মতো সুস্থ করে তাঁকে ঢাকা থেকে ফিরিয়ে আনতে পারিনি।

ভোরের কাগজ
১১ আষাঢ় ১৩৯৯ (২৫ জুন ১৯৯২)

সাধন সরকারের শেষ সাক্ষাৎকার

সাজ্জাদুর রহিম পান্থ

গত ৯ মে যখন এ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয় তখন শিল্পী সাধন সরকার ভীষণ অসুস্থ। মনে আশা ছিলো, তাঁর জীবিত অবস্থাতেই সাক্ষাৎকারটি পত্রিকায় প্রকাশ করতে পারবো। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, নানা কারণে সেটা হয়ে ওঠে নি। সে জন্যে সব কিছুর পরেও মনের মধ্যে এক অস্বস্তি থেকেই গেলো। আজ তিনি নেই- জানি না এমন মানুষ আবার আমরা কবে পাবো- কিন্তু তাঁর সৃষ্টির যেটুকু এখনো রয়েছে সেগুলোর সংরক্ষণ এবং চর্চার ভেতর দিয়ে তিনি আমাদের নতুন প্রজন্মে মাঝে বেঁচে থাকবেন।

সাজ্জাদুর রহিম পান্থ ঃ আপনার দ্রুত রোগ মুক্তি কামনা করে এ সাক্ষাৎকার শুরু করছে। সঙ্গীতের সাথে আপনি যুক্ত হলেন কিভাবে?

সাধন সরকার ঃ ছোটবেলা থেকেই পারিবারিক পরিবেশের ভেতর দিয়ে, মায়ের সঙ্গে গান করতে করতে।

পান্থ ঃ কি ধরনের গান করতেন সে সময়ে?

সা. স. ঃ ধর্মীয় উপাসনাসঙ্গীতই করতাম।

পান্থ ঃ সে সময় থেকেই কি মূলতঃ কণ্ঠসঙ্গীতে চর্চা করেন?

সা.স. ঃ কণ্ঠ এবং বাদ্য দুটো।, মায়ের সাথে গান করতাম, আবার খোলও বাজাতাম।

পান্থ ঃ সেতো কিশোর বয়সেই; তারপর নিয়মতান্ত্রিকভাবে শিখলেন কিভাবে?

সা.স. ঃ সেটা হলো ঐ ম্যাটিক পরীক্ষা দেওয়ার পর যখন হিন্দুস্থান পাকিস্তান হয়ে গেল তখন অনেক হিন্দু ইন্ডিয়ায় চলে গেল, ফলে একটা শূন্যতা সৃষ্টি হলো, কিছু করার নেই। তখন আমি আর পূণ্য ঠিক করলাম, অবসর সময়টা গানবাদ্য করে কাটালে হয়। ও কিনলো এ স্রাজ আর আমি বাঁশি। তখন এখানে কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বলে এক ভদ্রলোক থাকতেন--ওনার কাছে বাঁশি শিখতাম আর পূণ্য শিখতো এস্রাজ। উনি যন্ত্রে বেশ সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কিছুদিন শেখার পরে ওস্তাদ মুন্সি রইসউদ্দীনের সঙ্গে পূণ্যদের বাসাতেই পরিচয় হলো-- উনি পূণ্যর বাবার বন্ধু ছিলেন। তো ওস্তাদ রইসউদ্দীন আমার গান শুনে পছন্দ করলেন। বললেন, রোজ আটটার সময়ে আমার ওখানে আসবে।

পান্থ ঃ এটা কত সাল হবে?

সা.স ঃ '৫০-এর দিকে হবে। তারপর উনি চলে গেলেন ঢাকায়, তখন আবার একটা শূন্যতা। সেটা পূরণ করলেন কালিদাস চট্টোপাধ্যায়, তখনকার একজন সঙ্গীতজ্ঞ। উনার কাছে শেখা শুরু করলাম।

পান্থ ঃ তা হলে আপনার প্রথম সঙ্গীতগুরু ওস্তাদ মুন্সি রইসউদ্দীন?

সা.স. ঃ হ্যাঁ, তবে তার আগে একদিনের জন্যে ওস্তাদ শামসুদ্দিনের কাছে, তারপর ওস্তাদ শাহজাহানের কাছেও শিখেছি। তবে এঁদের কাছে যখন শিখছি তখনো আমার নিজের যন্ত্র ছিলো না, ফলে রেয়াজ করা হতো না। তারপরে কলিদাস বাবু নিজে চেষ্টা করে কম পয়সায় একটা হারমোনিয়াম জোগাড় করে দিলেন-- সেটা দিয়েই কাজ শুরু হলো।

পান্থ ঃ তখন তো আপনি ম্যাট্রিক পাস করে গেছেন, কলেজে কি ভর্তি হয়েছিলেন?

সা.স.ঃ না।

পান্থ ঃ তখন কি কোনো চাকরী করতেন?

সা.স. ঃ না, চাকরিতে আমি কখনোই আগ্রহী ছিলাম না।

পান্থ ঃ তাহলে সংসার চলতো কিভাবে?

সা.স. ঃ আমি আর মা ছিলাম তো, এই বাড়ীরই একটা ঘর ভাড়া দেয়া ছিলো আর দু'একটা টিউশনি করতাম-এভাবেই চলতো।

পান্থ ঃ এ সময়ের দিকেই তো ভাষা আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। আপনারা অনেকেই সংগঠনের সাথে জড়িত হয়ে পড়লেন, সে সম্বন্ধে কিছু বলবেন?

সা. স. ঃ সংগঠন মানে প্রথমে ছিলো অগ্রনী শিল্পী সংসদ, তারপর নয়া সংস্কৃতি সংসদ। অগ্রণী শিল্পী সংসদে তখনকার সব ভালো ভালো চৌকস ছেলেরা ছিলো। গোলাম মোস্তফা--এখন যে অভিনয় করেন উনিও ছিলেন। পরে তারা চাকরি-লেখাপড়া বিভিন্ন কারণে এদিক ওদিক চলে গেলো ফলে আমাদের কাজ ঝিমিয়ে পড়লো--এ সময়ে গফুর সাহেব এসে হাল ধরলেন। তিনি এসে নয়া সংস্কৃতি সংসদ নামে একটা সংগঠন গড়লেন--আমরাও তাতে যোগ দিলাম।

পান্থ ঃ তখন কি ধরনের গান করতেন?

সা. স. ঃ রবীন্দ্র-নজরুল জন্ম-মৃত্যুবার্ষিকী, দেশাত্মবোধক গান, একুশের গান, আর আমাদের কিছু গান হতো। উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায় আর রওশন আলী ওরা নিজেরা গান লিখতো আর আমি সুর করতাম। সেগুলো গাওয়া হতো।

পান্থ ঃ প্রথম কার লেখায় সুর করছেন?

সা. স. ঃ ঠিক মনে নেই, সম্ভবত রওশন আলীর।

পান্থ ঃ আমরা তো জানি সঙ্গীতের ওপর আপনি ব্যাপক পড়াশুনা, এটা কিভাবে সম্ভব হলো?

সা. স ঃ সেটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে, তখন বইপত্র পাওয়া খুব কষ্টকর

পরবর্তী পৃষ্ঠায় →

আসলে শিল্পের ভেতর যদি তুমি তোমার দলের মেনিফেস্টো প্রচার করতে চাও তাহলে সমস্যা হবে, কিন্তু তুমি যদি মানুষের আন্দোলনের কথা বলো, কষ্টের কথা বলো, সংগ্রামের কথা বলো তাহলে রাজনীতি এমনিতেই আসবে– সেটাতে আমিতো কোন ক্ষতি দেখি না– বরং সেটা জরুরী...

দারিদ্র্য না থাকলে সত্যটা উপলব্ধি হয় না, ঠিক মতো সত্যটা উচ্চারিত হয় না। সুকান্ত ভট্টাচার্য, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নজরুল এরা ব্যাপক গণমানুষের সত্যকার চিত্রটা এত তীব্রভাবে বলতে পেরেছেন ঐ জন্যেই। দারিদ্র্যের মধ্যে থাকলে বোধটা আরও তীক্ষ্ণ হয়, এ নিয়ে আমার কষ্ট আছে, দুঃখ নেই...

ছিলো, একে ওকে দিয়ে নানা বইপত্র জোগাড়ও করতাম। তারপর নিজের উদ্যোগেই স্টাফ নোটেশন শিখে নিলাম।

পান্থ ঃ সে সময় তো রাজনৈতিক অবস্থা বেশ উত্তপ্ত, আপনারা কিভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনকে সহযোগিতা করতেন? সরাসরি কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন নাকি?

সা. স. ঃ না, সরাসরি কোনো দল করতাম না, তবে প্রগতিশীল সব আন্দোলনের সঙ্গেই যুক্ত থাকতাম আমাদের গান নিয়ে, সাংস্কৃতিক হাতিয়ার নিয়ে।

পান্থ ঃ এরপর '৬৯-এর আগেই তো সন্দীপন গঠিত হয়েছে। এখনকার অনেক বিখ্যাত শিল্পী সাহিত্যিক তো সন্দীপনে যুক্ত হয়েছিলেন--সে সম্বন্ধে কিছু বলুন।

সা. স. ঃ প্রাথমিক অবস্থায় শুরু করেছিলেন নাজিম মাহমুদ, পরে সেটাকে বেগবান করেছিলেন আমাদের গুরু,খালেদ রশীদ। সন্দীপন ছিলো একটা পরিবারের মতো। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, গান লেখা হচ্ছে; সেগুলো সাহিত্য আসরে পড়া হচ্ছে; সমালোচনা হচ্ছে; নাজমা মাহমুদ, আবুবকর সিদ্দিক, মুস্তাফিজুর রহমান, অসিত রায় চৌধুরী, নগেন দাস এরা গান লিখছেন; আমি সুর করছি; সেগুলো কোরাস করে গাওয়া হচ্ছে--সে দারুণ ব্যাপর। সন্দীপনের গানগুলো ভীষণ নাড়া দিয়েছিলো। হাসান আজিজুল হকও সে সময়ে তাঁর গল্পগুলো সন্দীপনের সাহিত্য আসরে পড়তেন। প্রথমে অবশ্য গল্প লিখে শুরু করেছিলাম--গল্পের নাম ছিলো *বসন্ত সজাগ* ।

পান্থ ঃ পরে আর গল্প লিখলেন না কেন?

সা. স. ঃ পরে দু'একটা লিখেছি। আসলে গল্প-টল্প লেখা আমার কাজ না। গানই ছিলো আমার মূল লক্ষ্য।

পান্থ ঃ সন্দীপনের কোনো উজ্জ্বল স্মৃতির কথা বলবেন?

সা. স. ঃ সন্দীপনে কাজ করাটাই উজ্জ্বল স্মৃতি। গান আসছে, সুর করছি, গাওয়া হচ্ছে--পাকিস্তানী শোষণ-নিপীড়ন বিরোধী গান, যুদ্ধবিরোধী গান, ভাষা আন্দোলনের গান, শান্তির গান। সে সব দারুণ ব্যাপার।

পান্থ ঃ গান সুর করার পদ্ধতি কি ছিলো আপনার?

সা. স. ঃ পদ্ধতি আর কি, ক্লাসিক্যাল, রাগ ভাঙা সুর, কোনো গান নকল করে না। বারবার পড়ে যে বোধ হতো-- হয় তো কোনো রাগের ভাবের সাথে মিলে গেলে। [illegible]।

পান্থ ঃ সন্দীপনের গানগুলো কি শুধু খুলনাতেই করতেন, না দেশের আর কোথাও গিয়ে করতেন?

সা.স. ঃ না, তেমন যাওয়া হতো না। রাজশাহী আর পাকশী গিয়েছিলাম কয়েকবার।

পান্থ ঃ এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করি, আপনার কি মনে হয় সংস্কৃতিচর্চার সাথে রাজনীতি জড়িয়ে পড়লে শিল্পের মান ক্ষুণ্ন হয়?

সা.স. ঃ না, আমার তা মনে হয় না। আসলে শিল্পের ভেতর যদি তুমি তোমার দলের মেনিফেস্টো প্রচার করতে চাও তাহলে সমস্যা হবে, কিন্তু তুমি যদি মানুষের আন্দোলনের কথা বলো, কষ্টের কথা বলো, সংগ্রামের কথা বলো তাহলে তো রাজনীতি এমনিতেই আসবে। সেটাতে আমি তো কোনো ক্ষতি দেখি না, বরং সেটা জরুরী।

পান্থ ঃ অনেকে বলেন যে শিল্পীর জন্যে সংগঠন কোনো জরুরী বিষয় নয়। আপনার কি মত?

সা.স. ঃ জরুরী তো বটেই, কিন্তু ঐ যে বললাম, যদি এমন হয় যে ঐ দলের বাইরে আমি আর কিছুই চিন্তা করবো না--সেটা তো সংস্কার, অসুবিধাটা হয় সেখানে। কিন্তু জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে গেলে সংগঠন খুবই জরুরী।

পান্থ ঃ আচ্ছা, আপনার সুরারোপিত গণসঙ্গীতের মধ্যে তো বিদেশী সুর, বিশেষ করে চীনা সুরপদ্ধতির প্রভাব কিছু কিছু ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়...

সা. স. ঃ হ্যাঁ, ওটা হলো যে বিদেশী সুরের ভালো দিকগুলো, যেগুলো আমার সঙ্গীতে ব্যবহার করলে আমার সঙ্গীতকে আরও সমৃদ্ধ করা যাবে, সেগুলোতো নিতেই হবে। সে সময় চীন থেকে Reconstruction বলে একটা পত্রিকা বের হতো, ওতে ওদের গানের স্বরলিপি দেয়া থাকতো। এর থেকে সুর তুলে আমাদের দেশের উপযোগী করে ব্যবহার করতাম।

পান্থ ঃ তাহলে এ সময় তো সঙ্গীত নিয়ে এক ধরনের গবেষণাও করছেন?

সা. স. ঃ হ্যাঁ, তা বলতে পারো; বিভিন্ন সুর কিভাবে ব্যবহার করা যায় সে সব নিয়ে ভাবতাম খুব।

পান্থ ঃ আপনি তো একটা নতুন রাগ সৃষ্টি করেছেন, সে সম্বন্ধে কিছু বলবেন?

সা. স. ঃ সেটা হলো হঠাৎ করে। '৭৩ কিম্বা '৭৪-এর দিকে ঢাকা যাচ্ছিলাম একটা অনুষ্ঠানে। তো কিছুটা পথ নদীতে যেতে হয়। সে সময় হঠাৎ মনে হলো ভাটিয়াল সুরটিকে রাগ পদবাচ্য করলে কেমন হয়। কথাটা মনে গেঁথে গেলো। ফিরে এসে ৩/৪ মাস পরে মনে হলো, লেগে গেলাম কাজে। করলাম খাম্বাজ ঠাটের ওপর। করে দেখলাম ঐ ঠাটের ওপর এই আরোহন-

পরবর্তী পৃষ্ঠায় →

অবরোহনে আর কোনো রাগ আছে কিনা। দেখলাম নেই। তখন বললাম, এটা হলো নতুন রাগ। নাম দিলাম *রাগ ভাটিয়াল*। ভাটিয়াল সুরের আমেজ থাকলো, খাম্বাজ ঠাটের ওপর নতুন রাগ সৃষ্টি হলো। করতে গিয়ে দেখলাম, এর চেয়ে অনেক খারাপ সুর ক্লাসিক্যাল পদবাচ্য হয়ে আছে, অথচ এমন একটা সুর ক্লাসিক্যাল হয় নি। তখনকার ওস্তাদরা যে কোনো কারণেই হোক আমাদের এই দেশের সুরটাকে গুরুত্ব দেন নি।

পান্থ ঃ এ ব্যাপারে কি কোনো লেখালেখি করেছেন?

সা. স. ঃ আমি নিজে লিখিনি, আমার এক ছাত্র বাবলা লিখেছিলো। এখানে আমার মনে হয়, এ দেশে আর্যদের আগমনের ফলে অনার্যদের সুর আস্তে আস্তে তাদের সাথে মিশে যায় এবং আর্যরা ধীরে ধীরে অনেক সুরই বর্জন করে। সেই বর্জিত সুরের একটি হচ্ছে আমরা আজ যে ভাটিয়াল সুর গেয়ে থাকি।

পান্থ ঃ এই রাগটি তো প্রচারের উদ্যোগ কেউ নেন নি?

সা. স. ঃ না, নেয় নি।

পান্থ ঃ সঙ্গীতের এই নিরলস চর্চা, গবেষণা, মানুষের মুক্তির জন্য সাংস্কৃতিক আন্দোলন--এসব করতে গিয়ে আপনাকে তো দুঃসহ দারিদ্রের মধ্যে জীবন যাপন করতে হয়েছে, সেটাকে আপনি কিভাবে দেখেন?

সা. স. ঃ একটা মজা কি জানো, দারিদ্র না থাকলে সত্যটা উপলব্ধি হয় না। ঠিক মতো সত্যটা উচ্চারিতও হয় না। সুকান্ত ভট্টাচার্য, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নজরুল--এরা ব্যাপক গণমানুষের সত্যকার চিত্রটা এত তীব্রভাবে বলতে পেরেছেন ঐ জন্যেই। দরিদ্রের মধ্যে থাকলে বোধটা আরও তীক্ষ্ণ হয়। এ নিয়ে আমার কষ্ট আছে, দুঃখ নেই।

পান্থ ঃ '৭১ সালে 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' থেকে প্রচারিত আপনার সুরারোপিত কবি আবুবকর সিদ্দিকীর লেখা *বেরিকেড, বেয়নেট, বেড়াজাল* গানটি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিলো। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সাথে কি আপনি জড়িত হয়েছিলেন?

সা. স. ঃ না, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমি প্রায় সমস্তটা সময় দেশেই ছিলাম। শেষের দিকে ভারতে গিয়েছিলাম। ঐ গানটা কালিপদ দাস-এর কাছে ছিল, উনি ওঁদের দিয়েছিলেন।

পান্থ ঃ স্বাধীনতার পর 'স্কুল অব মিউজিক' এর মাধ্যমেও তো বেশ কিছু গবেষণামূলক সুর এবং বেশ কিছু গণসঙ্গীত -এ সুর করেছিলেন?

সা. স. ঃ হ্যাঁ, ঐ আজীজ খান সাহেব ছিলেন, উনি সব শিল্পীদের জড়ো করে 'স্কুল অব মিউজিক' গঠন করলেন--খুব বড় পরিকল্পনা ছিলো--'কিন্তু তাঁর অকালমৃত্যুতে 'স্কুল অব মিউজিক' আর বেশীদূর যায় নি। তো সে সময় মাইকেলের *ব্রজাঙ্গণা কাব্য*, বিভিন্ন পদাবলী, সুকান্তের *অভিযান* কাব্যনাট্যে সুর করেছিলাম। বেশ কিছু ভালো কাজ হয়েছিলো তখন।

পান্থ ঃ বাংলাদেশের বর্তমান সঙ্গীতচর্চা সম্পর্কে কিছু বলুন।

সা. স. ঃ হ্যাঁ, চর্চা বেড়ে গেছে, কিন্তু গুণগত মান খুব ভালো না।

পান্থ ঃ গুণগত মান ভালো না বলছেন, এটা কেন?

সা. স. ঃ কেন আবার, একনিষ্ঠতা নেই, সৌখিন চর্চা বেশী, নাম করার দিকে ঝোঁক সবার। কণ্ঠ তৈরী বা মৌলিক সুর সৃষ্টি--সে দিকে নজর নেই।

পান্থ ঃ দেশে এখন মৌলবাদী-সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উত্থান, সে সম্পর্কে আপনার কি মনে হয়; কিম্বা একজন শিল্পী হিসাবে আপনি কিভাবে এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা ভাবেন?

সা. স. ঃ এতো নতুন কিছু না, সেই পাকিস্তান হওয়ার আগে থেকেই চলে আসছে--আর লড়াই তো করে যেতে হবে, থামা চলবে না। শিল্পী বলি, সাংস্কৃতিক কর্মী বলি, রাজনৈতিক কর্মী বলি--যার যার ক্ষেত্রে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।

পান্থ ঃ বহুদিন আগে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন আপনার শিল্পীসত্তার মূল্যায়ন হয় নি--এখনো কি তাই মনে করেন?

সা. স. ঃ আসলে কি জানো, আমাদের দেশে শিল্পীদের সঠিক মূল্যায়ন হয় না। আমাদের মানসিক ঔদার্যের অভাব। আমার ক্ষেত্রে বলতে পারি এখন কর্মশক্তি নিঃশেষ, এখন কিছু কিছু মূল্যায়ন হচ্ছে।

পান্থ ঃ আপনার সৃষ্টিগুলো কি সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে?

সা. স. ঃ না, গানগুলোতো সবই প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে--আর এখন তো কণ্ঠও শেষ হয়ে গেছে। কিছু স্বরলিপি করা আছে, আর নাজিম মাহমুদের একটা বই আছে, *চেতনার সৈকতে*, ওখানে কিছু স্বরলিপি আছে, আবু বকর সিদ্দিকীর কাছে ক্যাসেট করা আছে কিছু গণসঙ্গীত, এই তো।

পান্থ ঃ রেডিওতে?

সা. স. ঃ রেডিওওয়ালারা মুছে ফেলেছে কিনা কে জানে, ওদের তো বোধ-সোধ কম!

পান্থ ঃ এই অসুস্থ শরীরে এই দীর্ঘ সাক্ষাৎকার দেয়ায় জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

সা. স. ঃ তোমাকেও ধন্যবাদ।

শেষ